ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যা: ১৩
জানুয়ারী-মার্চ-২০২১

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ

- শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস
- কৃষিতে ইসলামের অবদান
- অর্থহীন স্বাধীনতা

মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহবান

২০২১-২২ সেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ১ম অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

জেলা ও মহানগরী সভাপতি-সাধারন সম্পাদক সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ফেডারেশনের বার্ষিক সেক্রেটারিয়েট বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

বার্ষিক সেক্টর দায়িত্বশীল বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

অঞ্চল পরিচালকদের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

কৃষি ও মৎস সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

চাতাল সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যা: ১৩
জানুয়ারী-মার্চ-২০২১

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
এপ্রিল-২০২১

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

■ **আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সাহায্য ও বিজয় আসবেই** ০৩
মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল

■ **স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ এবং শ্রমজীবি-সাধারণ মানুষ** ০৭
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

■ **অর্থহীন স্বাধীনতা** ১১
গোলাম রাব্বানী

■ **শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস** ১৪
আতিকুর রহমান

■ **কৃষিতে ইসলামের অবদান** ২১
কৃষিবিদ রাকিব হাসান

■ **আত্মকর্মসংস্থান** ২৮
কাজী আবুল বাশার

■ **কবিতা** ৩০
তুমি আমার স্বাধীনতা -আশীষ মাহমুদ
বিবেকের স্বাধীনতা -দীল আফরোজ

■ **পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির বিশেষ চিঠি** ৩১

■ **মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহবান** ৩৩

■ **শ্রমিক গণসংযোগ দশক উপলক্ষে শ্রমজীবী ভাই-বোনদের প্রতি ফেডারেশনের আহবান** ৩৫

■ **ফেডারেশন সংবাদ** ৩৭

সম্পাদকীয়

বর্ষপরিক্রমায় আরো একটি ঈসায়ি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। নব প্রভাতের স্বপ্নে ২০২১ সালের যাত্রা শুরু। আমরা বিগত দিনের গ্লানি মুছে দেশ ও জাতির নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখি। অতীতকে স্মরণ করে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হই। বিগত বছরের ভুলগুলো সংশোধন করে আলো জ্বালাই নতুন প্রত্যাশার। সমাজ থেকে রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে নেমে আসুক পবিত্র পরিবেশ ও সুশোভিত হউক শীতল হাওয়ায়। নতুন বছরে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

নতুন বছরের প্রথম তিন মাস আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। ফেব্রুয়ারি মাস মহান ভাষা আন্দোলনের মাস। স্বাধীনতার প্রথম স্মারক ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের পবিত্র ভূমি স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তির দাঁরপ্রান্তে উপনীত। কালের এই মাহেন্দ্রক্ষণে দেশ মাতৃকার ডাকে ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি।

যে কোন জাতির জন্য স্বাধীনতা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা একটি শোষণ মুক্ত রাষ্ট্র গড়ার প্রথম পদক্ষেপ। পাকিস্তান আমলে এই দেশের শ্রমজীবী মেহেনতি মানুষরা সবচেয়ে বেশী যুলুমের শিকার হয়ে ছিল। তারা তাদের নায্য অধিকার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়ন ও শোষণের পিঞ্জির ভেঙ্গে একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়দ্বীপ্ত স্বপ্ন নিয়ে শ্রমজীবী মানুষরা দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে এখনো শ্রমজীবী মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ওপর শোষণ নিপীড়ন চালানো হয়। প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয় যখন সেই দেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে। তাই এই শোষণ নিপীড়ন রুখে দিতে স্বাধীনতা দিবসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার চেতনা আমাদের উজ্জীবিত করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রূপে হানা দিচ্ছে। করোনা ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দিনমজুর খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। যাদের কোন সঞ্চিত অর্থ সম্পদ নেই। এই দুঃসময়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অসংখ্য শ্রমিক আজ কর্মহীন। সময়ের স্রোতে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি জাতির জন্য অশনিসংকেত। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে গড়ে তুলতে এর বিকল্প নেই। আমরা সরকারের সদিচ্ছা প্রত্যাশা করছি।

আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সাহায্য ও বিজয় আসবেই

মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ আদিল

১) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ
২) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا
৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

বাংলা অনুবাদ:

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে,
২. এবং আপনি দেখবেন দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে
৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল।

সূরার ক্রম-১১০, নাজিলের ক্রম: সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা, আয়াত সংখ্যা: ৩টি, শব্দ: ১৯টি, বর্ণ: ৭৯টি, এটি মাদানী সূরা।

নামকরণ: আল কোরআনের সূরাগুলোর নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। তাফসিরের পরিভাষায় যেটিকে توقيف من الله বা Informed by Allah বলা হয়। এক্ষেত্রে দুটি মূলনীতি

১. সংশ্লিষ্ট সূরা থেকে একটি শব্দকে বাছাই করে নামকরণ করা। এ রকম সূরা সর্বমোট ১১১টি।

২. বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট সূরার নামকরণ করা। এ রকম সূরা মোট ৩টি। (সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা আল আম্বিয়া)। সূরা আন্ নছর এমন একটি সূরা যার প্রথম আয়াতের উল্লিখিত نصر শব্দকে নামকরণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে রাসূল (সা.) এর বিদায়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বিধায় এ সূরাকে সূরা আত্ তাওদি (سورة التوديع) বা 'বিদায় দানকারী' সূরা বলা হয়। (কুরতুবী)

নাজিলের সময়কাল ও তাৎপর্য:

ক) রাইসুল মুফাস্সিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা.) একবার ওবায়দুল্লাহ বিন উতবা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন, আল কোরআনের কোন সূরাটি সর্বশেষ নাজিল হয়েছে জানো কি? ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, জানি 'সূরা আন্ নছর', ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' (মুসলিম-৩০২৪, তাফসির অধ্যায়)।

খ) আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর (রা.) বলেন, সূরটি বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরিকের মধ্যবর্তী সময়ে মিনায় নাযিল হয়। অতঃপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণটি পেশ করেন। (বায়হাকী: ৫/১৫২, হা/৯৪৬৪)।

গ) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন সূরা নছর নাযিল হয়, তখন রাসূল (সা.) বলেন, আমার বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। (আহমদ, ইবনে জারীর) ।

ঘ) উম্মুল মোমেনিন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বলেন, যখন সূরা নছর নাযিল হয় তখন রাসূল (রা.) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি স্বীয় উম্মতের মাঝে পূর্বের নবীর অর্ধেক বয়সের বেশি সময় অবস্থান করেছেন। ঈসা ইবনে মারয়াম (আ.) বনি ইসরাইলের মধ্যে ৪০ বছর অবস্থান করেছিলেন, আর এটা হচ্ছে উম্মতের মাঝে আমার অবস্থানের ২০তম বছর। আমি এ বছর ইন্তেকাল করব।'

ঙ) ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সূরা নছর বিদায় হজ্জে নাযিল হয়েছে। অতঃপর একই সময়ে নাযিল হয়)
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
সূরা মায়িদা: ৩ এরপর রাসূল (সা.) মাত্র ৮০ দিন জীবিত ছিলেন।

▪ তারপর কালালার বিখ্যাত আয়াতটি নাযিল হয়। এটি রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের ৫০ দিন পূর্বের ঘটনা। (يستفتونك، قل الله يفتيكم فى الكلالة) (সূরা নিসা: ১৭৬)

▪ অতঃপর মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা তাওবাহর সর্বশেষ দুটি আয়াত: (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم،) (সূরা তাওবা: ৯/১২৮-১২৯)

▪ অতঃপর মৃত্যুর ২১ দিন মতান্তরে ৭ দিন পূর্বে নাজিল হয় সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াতটি: (واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) (কুরতুবী)।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, সূরা নছর আল কোরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল

হয়। এর পরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আয়াত নাজিল হলেও কোনো পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল হয়নি।

▪ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন ওমর (রা.) জ্যেষ্ঠ বদরী সাহাবীদের মজলিসে আমাকে ডেকে বসলেন। এতে অনেকে সংকোচ বোধ করেন। প্রাচীনতম সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, (أتساله ولنا بنون مثله) 'আপনি ওকে জিজ্ঞেস করবেন? অথচ ওর বয়সের ছেলেরা আমাদের ঘরে রয়েছে'। ওমর (রা.) বললেন, সত্বর জানতে পারবেন। অতঃপর তিনি সবাইকে সূরা নছরের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করেন, তখন সকলে প্রায় একই জওয়াব দিলেন যে, "এর মাধ্যমে আল্লাহ তার নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন বিজয় লাভ হবে, তখন যেন তিনি তওবা-ইস্তেগফার করেন।" এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম

(انما هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه) "এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তার রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার খবর দিয়েছেন।" অতঃপর বললাম (اذا جاء نصر الله والفتح) "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে" অর্থ (فذلك علامة موتك) এটাতে আপনার মৃত্যুর আলামত এসে গেছে। অতঃপর (فسبح بحمد ربك واستغفره) এক্ষনে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তওবা-ইস্তেগফার কর। এ ব্যাখ্যা শোনার পর ওমর (রা.) বললেন,

(والله لا اعلم منها الا تعلم تلوموني عليه) আপনারা আমাকে এ ছেলের ব্যাপারে তিরস্কার করেছিলেন? আল্লাহর কসম! হে ইবনে আব্বাস। তুমি যা বলেছ এর বাইরে আমি এর অর্থ অন্য কিছুই জানি না। (বুখারী: হা/৩৬২৭, তিরমিযী: হা/৩৩৬২, কুরতুবী, ইবনে কাছীর)

এজন্য এ সূরাকে (سورة التوديع) বা 'বিদায় দানকারী' সূরা বলা হয়। (কুরতুবী)

বিষয়বস্তু:

মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোত্রীয় প্রতিনিধিদল মদীনায় আসতে থাকে এবং দলে দলে মানুষ মুসলমান হতে থাকে। সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে প্রথম দুটি আয়াতে। অতঃপর উক্ত অনুগ্রহ লাভের শুকরিয়া স্বরূপ রাসূলের উচিত আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফার করা, এ কথাগুলি বলা হয়েছে শেষ আয়াতে।

তাফসীর:

প্রথম আয়াত: (إذا جاء نصر الله والفتح،) When there comes the help of Allah & victory অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য বলতে এখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে আল্লাহর সাহায্যকে বুঝানো হচ্ছে। যেমন বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি। অতঃপর الفتح তথা বিজয় অর্থ মক্কা বিজয় যা অষ্টম হিজরির ১৭ রমজান মঙ্গলবার সকালে সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী বলেন- এখানে (إذا) অর্থ (قد) অর্থাৎ (قد جاء نصر الله والفتح) অবশ্যই এসেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। কেননা সূরা নছর নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের প্রায় সোয়া দু'বছর পরে ১০ম হিজরির জিল্‌হজ্জ মাসের সম্ভবত ১২ তারিখে মিনায়। সুতরাং 'যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়' এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না। (إذا) সাধারণত শর্তের অর্থ দেয়, যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হয়, যেমন রাসূল (সা.) বলেন

(وإذاستعنت فاستعن بالله) অর্থাৎ যখন তুমি সাহায্য কামনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে চাও। আবার এটি 'নিশ্চয়তা' অর্থেও আসে। যেমন (وإذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما) (সূরা জুমআ: ৬২/১১)।

মাত্র ২০ বছর পূর্বে মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ব মানবতাকে লক্ষ্য করে ডাক দিয়েছিলেন

(يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون) অর্থাৎ 'বল হে মানব সকল! তোমরা ঘোষণা দাও, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই, সার্বভৌমত্বের মালিক নেই। তবে তোমরা সফলকাম হবে'। অল্প সময়ের ব্যবধানে এ দাওয়াত সকল বাধা বিপত্তি ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ গোটা আরবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যে মক্কা থেকে রজনীর শেষে একাকী আবু বকর (রা.)সহ নিঃস্ব অবস্থায় মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সে মক্কা আজ মুহাম্মদ (সা.) এর করতলে মহাসম্মানী ও কাবাঘরের চাবি আজ তাঁর হাতের মুঠোয় শোভা পাচ্ছে। সর্বদা যুলুম ও উৎখাতের ভয়ে যারা ছিল আতঙ্কগ্রস্ত আল্লাহর ভাষায় সে 'মুস্তাদে আফিন'রা আজ বিজয়ের পতাকা হাতে 'লিল্লাহি তাকবির' ধ্বনিতে মুখরিত করছে মক্কার প্রতিটি গলিপথ। কোরআনের ভাষায়

(واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় নগণ্য, পৃথিবীতে তোমরাই ছিলে মোস্তাদে আফিনদের অন্তর্ভুক্ত, সর্বদায় আতঙ্কে ছিলে যে, লোকেরা তোমাদেরকে উৎখাত ও নির্মূল করে দেবে, সে অবস্থা হতে আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার অপার সাহায্যে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় কর। (সূরা আনফাল-২৬)

দ্বিতীয় আয়াত

(ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا) 'এবং তখন তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে'। মক্কা বিজয়ের পরের বছর তথা নবম হিজরিকে ইসলামের ইতিহাসে (عام الوفود) অর্থাৎ প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সময় আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করছিল। জীবনীকারগণ আব্দুল কায়েস গোত্র, সাকিক গোত্র, ইয়েমেন, হামাদান, নাজরান, তাঈ, আশআরি ও সর্বশেষ নাখঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলসহ ৭০ এর অধিক প্রতিনিধিদলের বর্ণনা রয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ইসলাম কবুলের অন্যতম কারণ ছিল বিশ্বাসগত (Trust Basis)। কারণ লোকেরা তখন বলতে লাগলো, যে হারাম শরীফকে আল্লাহ তায়ালা হস্তীওয়ালাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই হারামের তত্ত্বাবধায়ক তার কওমের উপর যখন মুহাম্মদ (সা.) জয়লাভ করেছেন তখন তিনি অবশ্যই সত্য নবী। (বুখারী-৮৬০২, মিশকাত-১১২৬)

▪ ইকরিমা ও মুকাতিল (রহ) বলেন (ورأيت الناس) বলতে বিশেষভাবে ইয়েমেনি প্রতিনিধিদলকে বুঝনো হয়েছে। কেননা এদের প্রায় সাতশো লোক মুসলমান হয়ে কেউ আজান দিতে দিতে, কেউ কুরআন পাঠ করতে করতে, কেউ (لا اله الا الله) বলতে বলতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। যাতে রাসূল (সা.) খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু ওমর (রা.) ও আব্বাস (রা.) কাঁদতে থাকেন। ইকরিমা ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) খুশি হয়ে বলেন

(اتاكم اهل اليمن، اضعف قلوبا و ارق أفئدة الفقه يمان و الحكمة يمانية) ইয়েমেনবাসীরা তোমাদের কাছে এসে গেছে, এদের অন্তর বড়ই দুর্বল, হৃদয় খুবই নরম, বুঝশক্তি ইয়েমেনিদের এবং দূরদর্শিতা ইয়েমেনিদের। (বুখারী: হা/৮৩৯০, মুসলিম: হা/৫২)।

▪ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রে অপেক্ষা করছিল ও পর্যবেক্ষণ করছিল মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্য নবী হন, তবে তার হাতে মক্কা বিজয় হবে। যখন আল্লাহর সাহায্যে মক্কা বিজয় হলো, তখন চারপাশের শত শত গোত্র দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছিল। (ইবেন কাসীর, ফতহুল বারী)।

▪ মুসনদে আহমদ এ বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর প্রতিবেশী হযরত আম্মার (রা.) সফর হতে ফিরে এসে হযরত জাবিরের (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ ইত্যাদির কথা ব্যক্ত করলে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে স্বীয় কানে শুনেছি (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس دخلوا في دين الله افواجا وسيخرجون منه افواجا) 'একটি সময় আসবে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং শীঘ্রই দলে দলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যেতেও শুরু করবে'। অধিকাংশ প্রতিনিধিদলই খুশি মনে রাসূল (সা.) এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করতেন, কেউ বা আগেই ইসলাম কবুল করে মদীনায় আসতেন, যাদের দেখেই স্বাভাবিকভাবে রাসূল (সা.) অত্যন্ত খুশি হতেন, পক্ষান্তরে দূরদর্শী সাহাবীরা যে কোন সময় রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর আশঙ্কায় কেঁদে বুক ভাসাতেন। দশম হিজরি সনে সমগ্র আরবে ইসলাম কবুল করেনি এমন মুশরিকের অস্তিত্ব পাওয়া কঠিন ছিল।

তৃতীয় আয়াত

(فسبح بحمد ربك و استغفره إنه كان توابا) অর্থাৎ "তখন তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী" অর্থাৎ

(سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد) তুমি তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। তাসবিহ (تسبيح) অর্থ (تنزيه الله تعالى عمالا يليق بشانه) অর্থাৎ আল্লাহর মর্যাদার উপযুক্ত নয় এমন সবকিছু থেকে তাঁকে পবিত্র করা। হাম্‌দ (حمد) অর্থ (الثناء على الله بالكمال مع المحبة و التعظيم) অর্থাৎ ভালোবাসা ও সম্মান সহকারে পূর্ণভাবে আল্লাহর প্রশংসা করা। অত্র আয়াতে পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনাকে একত্রিত করা হয়েছে। এটি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ আর দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো, (استغفار) যার অর্থ (طلب المغفرة) বা Seeking forgiveness ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর মাগফিরাত (مغفرة) অর্থ (ستره الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها) অর্থাৎ পাপ দূরীকরণ ও ক্ষমার মাধ্যমে বান্দার পাপসমূহের উপর আল্লাহর পর্দা আরোপ করা। বস্তুত বান্দার এটিই সবচেয়ে বড় চাওয়া। কেননা বান্দা সর্বদা ভুলকারী। আল্লাহ যদি দয়া না করেন তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন

(ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخسرين) (সূরা আ'রাফ-২৩)

▪ রাসূল (সা.) বলেছেন (لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته) অর্থাৎ তোমাদের কেউ তার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না,

সাহাবীগণ বললেন, আপনিও নন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, "না, যদি না আল্লাহ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করেন"। (বুখারী/৬৪৬৩, মুসলিম-/২৮১৬, মিশকাত-/২৩৭১)।

▪ রাসূল (সা.) আরো বলেন (من نوقش الحساب فقد هلك) অর্থাৎ যার হিসাব তন্ন তন্ন করে নেয়া হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে (বুখারী)।

▪ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাকে যে সফলতা ও বিজয় দান করেছেন সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (কুরতুবী)।

▪ এখানে মক্কা বিজয়কে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ এখানে আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহর অবস্থান। যা ছিল তাওহিদের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং যা ছিল হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ.) এর হাতে নির্মিত আল্লাহর ঘর। অথচ সেটি শির্‌কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ আরবরা ভাবত, বায়তুল্লাহর অধিকারীরাই أهل الله বা আল্লাহ ওয়ালা। অতএব কাবাকে শির্‌কমুক্ত করা এবং মানুষের ভুল বিশ্বাস ভেঙে দেয়ার জন্য মক্কা বিজয় খুবই জরুরি ছিল। যেটির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন (واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) অর্থাৎ তিনি তোমাদের দান করবেন এমন কিছু, যা তোমরা কামনা কর; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে উহার সুসংবাদ দাও। (সূরা সফ-১৩)

▪ (تواب) এর ওজন (فعال) যা (اسم فاعل مبالغة) যার দ্বারা কর্তার কাজে আধিক্য বুঝায়। এটি আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বান্দার ক্ষেত্রে হলে অর্থ হবে আল্লাহর প্রতি অধিক তাওবাকারী (التائب الى الله) এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে হলে অর্থ হবে বান্দার তাওবা অধিক কবুলকারী (التائب على العبد)। এখানে (انه كان توابا) অর্থ (لم يزل عزوجل توابا على عبده اذا استغفره) অর্থাৎ আল্লাহ সর্বদা বান্দার তাওবা কবুলকারী, যখনই সে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

▪ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সূরা নছর নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন কোনো সালাত আদায় করেনি, যেখানে রুকু ও সিজদায় নিম্নের দোয়াটি পাঠ করেননি-

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي)। অর্থাৎ সকল পবিত্রতা তোমার হে আল্লাহ, তুমি আমাদের পালনকর্তা, তোমার জন্য সকল প্রশংসা হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, (বুখারী-৭৯৪, মুসলিম-৪৮৪, মিশকাত-৮৭১)।

▪ অন্য বর্ণনায়, ওফাতের পূর্বে রাসূল (সা.)

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك) এ দোয়াটি বেশি পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.)কে অধিক হারে এ বাক্যগুলো পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল? আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন, এগুলো কোন ধরনের কালেমা? তিনি জবাবে বলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন এই কালিমা পড়ি এবং সে আলামতটি হচ্ছে (اذا جاء نصر الله والفتح) (মুসনদে আহমদ, মুসলিম)।

▪ হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এর জীবনের শেষ

দিকে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে তার পবিত্র জবানে সর্বক্ষণ এ কথাই শুনা যেতো (سبحان الله وبحمده), আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) আপনি এ জিকিরটি বেশি করে করেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

আমরা দেখি কোন বিপ্লবী নেতা যদি তার জীবদ্দশায় কোন বিপ্লবে সফল হয় তাহলে সে ঢাকঢোল পিঠিয়ে, নেচে-গেয়ে বিজয় উৎসব পালন করে ও নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.)কে আমরা দেখি ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অধঃপতিত একটি জাতির আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। এত বড় বিপ্লবের পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করার এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়।

▪ প্রশ্ন হলো, রাসূল (সা.) এর আগে-পরে সব গুনাহ মাফ, এমতাবস্থায় তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার হুকুম দেয়ার অর্থ কি? এরূপ প্রশ্ন একবার আয়িশা (রা.) করলে জবাবে রাসূল (সা.) বলেছিলেন (افلا اكون عبدا شكورا) অর্থাৎ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (বুখারী-১১৩০, মুসলিম-২৮১৯)

▪ ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন

(الاستغفار تعبد يجب اتيانه لا للمغفرة بل تعبدا) অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা হল দাসত্ব-প্রকাশ করা যা আল্লাহর নিকট পেশ করা ওয়াজিব। ক্ষমার জন্য নয় বরং দাসত্ব প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ আল্লাহর প্রতি অধিক হারে বিনয় ও দাসত্ব প্রকাশ করা। তিনি আরো বলেন, এর মধ্যে তাঁর উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যেন তারা যে কোন অর্জনে শঙ্কাহীন না হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে না দেয়। তিনি বলেন নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন অন্যদের কেমন করা উচিত? (কুরতুবী)।

▪ অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) দৈনিক ৭০-১০০ বারের অধিক তওবা-ইস্তিগফার করতেন এবং নিম্নের দোয়াটি পড়তেন।

استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

(তিরমিযী, আবু দাউদ ১৫১৭)

▪ হাদীস শরীফে এসেছে কোন মজলিস, দ্বীনি ক্লাস বা বৈঠকে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়লে আল্লাহ তা'য়ালা বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে বইয়ের সিলমোহর করার মত স্থির করে দেন (سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك), (আবু দাউদ-৪৮৫৭)। মূলত এ দোয়াটি সূরা আন্ নছরের শেষ আয়াত থেকে গৃহীত। অর্থাৎ (فسبح) থেকে (سبحانك اللهم), (بحمد) থেকে (وبحمدك), (ربك) থেকে রবের ঘোষণা স্বরূপ (انه) এবং (استغفرك) থেকে (اشهد ان لا اله الا انت), (واستغفره) থেকে (واتوب اليك) (كان توابا) গৃহীত।

শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সকল প্রকার সাহায্য ও বিজয়ের মূল উৎস আল্লাহ তা'য়ালা।

২. একটি সংগ্রামমুখর যুগের পরেই একটি বিজয়ের যুগ আসে।

৩. আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সাহায্য ও বিজয় আসবেই।

৪. বিজয় ও সফলতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে বেশি বেশি আল্লাহর শোকর গুজার ও তাসবিহ পাঠ করতে হবে।

৫. সমস্ত সফলতা ও কল্যাণ আল্লাহর হাতে।

৬. ব্যক্তিগত সফলতা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফলতা অর্জনের পরও আল্লাহর শুকর আদায় করা।

৭. যে কোন দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করার পর অদৃশ্য ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

৮. বান্দা ভুল-ক্রটির উর্ধ্বে নয়, ভুল করা অপরাধ নয় বরং তাওবা না করা, ক্ষমা না চাওয়া অপরাধ। (والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم) (সূরা আ'রাফ: ১৫৩)

৯. বান্দার অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহর ক্ষমা তার চেয়েও বৃহৎ। (افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم) (সূরা মায়িদা: ৭৪)

১০. তাওবাকারী বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

(الله افرح بتوبة عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلاة) (বুখারী, মুসলিম)

১১. তাওবার জন্য লক্ষণীয় দিকগুলো হচ্ছে

ক) আন্তরিকতার সাথে অপরাধের স্বীকৃতি দেয়া ও গভীরভাবে অনুতপ্ত হওয়া। (ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) (সূরা আলে ইমরান: ১৪৭)

খ) অপরাধ করার সাথে সাথে তাওবা করা। (يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا) (সূরা তাহরীম: ৮)

গ) দ্বিতীয়বার অপরাধ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়া।

ঘ) কৃত অপরাধ কাফ্‌ফারা স্বরূপ অতিরিক্ত সালাত, নফল রোজা ও সাদাকাহ করা।

ঙ) বেশি বেশি ইস্তিগ্‌ফার জারি রাখা। (استغفروا ربكم ثم توبوا اليه) (সূরা হূদ: ৩)

চ) حق الله বা আল্লাহর হক নষ্ট হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আর حق العباد বা বান্দার হক নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে তারপর আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া।

ছ) বান্দার কোন সম্পদ অর্থকড়ি বা কোন হক নিজের দখলে রেখে অথবা সুদি কারবার অব্যাহত রেখে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেও কোন কাজে আসবে না। আগে বান্দার হক ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা সুদি কারবার বন্ধ করতে হবে তারপর তাওবা কবুল হবে।

ঞ) আশান্বিত মন নিয়ে তাওবা করা।

(لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا)

(সূরা যুমার :৫৩)।

মহান আল্লাহ সূরা আন নছরের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়ার তাওফিক দিন, আমিন।

লেখক : অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল চিটাগাং

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ এবং শ্রমজীবী-সাধারণ মানুষ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

> সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক গোলামি থেকে মুক্তি লাভের জন্যই এদেশের আপামর জনসাধারণ দীর্ঘ নয় মাসের মরণপণ মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি নুতন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা পিন্ডির গোলামির শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম সে প্রত্যাশা আমাদের কাছে অধরাই থেকে গেছে।

বাংলাদেশ হৃদয়ের ভূখন্ড। স্বাধীনতা আমাদের ভালোবাসার ঠিকানা। পঞ্চাশ বছরে এখন আমাদের স্বপ্নময় স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ দিনের লালিত বিষয়। স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধ করেছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতার এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমরা সকল মুক্তিযোদ্ধাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকি। অনিবার্য কারণেই ভারত বিভাজিত হয়েছে। ঠিক সঙ্গত কারণেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক ও অখন্ড থাকতে পারেনি। অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ প্রিয় জন্মভূমিকে আমরা মুক্ত করেছি ব্রিটিশের কবল থেকে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও আমাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে অনেক চড়াই উতরাইয়ের মাঝেও অন্তত অর্ধেক সময় শিশুগণতন্ত্রের সাহচর্য পেয়েছি। বাকি সময় পার করেছি গণতন্ত্রের মুখোশে। দীর্ঘ সময়ের অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ সত্যের স্বপ্নে এগিয়ে গেছে। এখনো হাজার সমস্যার ভিড়ে আটকে আছে আমাদের শ্রমবিভাগ। মানবিকতার চাষবাস হলেও এখানো অবহেলিত অঙ্গন হিসেবেই রয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে হাজারো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান আমাদের সামনে।

পঞ্চাশ বছরে উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি:

সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক গোলামি থেকে মুক্তি লাভের জন্যই এদেশের আপামর জনসাধারণ দীর্ঘ নয় মাসের মরণপণ মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি নুতন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা পিন্ডির গোলামির শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম সে প্রত্যাশা আমাদের কাছে অধরাই থেকে গেছে।

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র জনগণের শাসন, শাসক গোষ্ঠীর জবাবদিহিতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন গণমাধ্যমকে সরকার মোটেই গুরুত্ব না দিয়ে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যই গণতান্ত্রিক সকল রীতিনীতি উপেক্ষা করছে। এটা আমাদের স্বাধীনতার জন্য রীতিমতো অশনিসঙ্কেত। মূলত শাসনকার্যে জনগণের সম্পৃক্ততা উপেক্ষা করে দেশকে এগিয়ে নেয়া মোটেই সম্ভব নয়।

পঞ্চাশ বছরে আমরা অনেক কিছুই পেয়েছি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বেড়েছে, স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে, নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, ঝরে পড়ার হার কমেছে, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে প্রকৌশল, কৃষি, মেডিক্যাল, বস্ত্র, চামড়া ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, শিক্ষার অবস্থা এতোটাই পশ্চাৎপদ যে, আজ আমাদের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে উচ্চশিক্ষার মানক্রমে বিশ্বের তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্র ও শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তিধারী সংগঠন করা ফলে দ্বন্দ-সংঘাত ব্যাপকতর হয়ে পড়ছে। ভাই-বোনকে খুন করছে, সহপাঠী সামান্য কারণে বা কখনো অকারণে অপর সহপাঠীকে খুন করছে, অপরিণত বয়সী কিশোর গ্যাং খুনি ও নির্যাতক হয়ে উঠছে, শিক্ষাদর্শ বলতে আর কোনো মূল্যবোধের ছোঁয়াই চোখে পড়ছে না। সরকার দাবি করে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ। দৃশ্যমান পদ্মাসেতু, প্রশস্তকরণসহ মহাসড়ক সংস্কার, মেট্রোরেল, ট্যানেল, উড়াল সেতু, ওভার ব্রিজ, ফ্লাইওভার, অসংখ্য ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন, রেল উন্নয়ন, নৌপথ উদ্ধার, নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরানো রাস্তা সংস্কার, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষানীতি, নারী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণ সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আসলেই কি সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি এসেছে? সাধারণ মানুষের জীবনধারণের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, সভা-সমিতি করার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, আইনের অধিকার, চুক্তির অধিকার, ভাষার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকারসহ সামাজিক অধিকারসমূহ আজ অধিকাংশ মানুষের জীবন ডায়েরি থেকে নির্বাসিত। ভোটাধিকার, প্রার্থী হওয়ার অধিকার, অভিযোগ পেশ করার অধিকার, সমালোচনা করার অধিকার, চাকরি লাভের অধিকার, স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকারসহ রাজনৈতিক অধিকার এখন কারো কারো জন্য নিষিদ্ধ শব্দমালা। কাজের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার, অবকাশ যাপনের অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার, রাষ্ট্র প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালনের অধিকারসমূহ এখন ব্যক্তি বিশেষে প্রযোজ্য। সন্দেহ নেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, নানা খাতে এর প্রকাশ। উচ্চবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণির একটি 'ভার্টিক্যাল' উন্নতি ঘটেছে, যা পাকিস্তানের কথিত বাইশ পরিবারকে ছাড়িয়ে গেছে। উন্নয়নের চাবিকাঠি এখন ক্ষমতাসীনদের হাতে। তার সাথে ভাগীদার হিসেবে আছে ভাড়া সিন্ডিকেট। পর্দা-বালিশ-চেয়ার কেলেঙ্কারি চলমান, অবৈধ টেন্ডারবাজি, ব্যাংক জালিয়াতি ও শেয়ার ধস, সিন্ডিকেট, বিলাসী বিদেশ ভ্রমণ, কমিশন বাণিজ্যের প্রসার এ সকল দুর্নীতি-দূষণ-অনৈতিকতা এখন প্রকাশ্য বিষয়। কিন্তু বলা যাবে না। আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশে সন্ত্রাসও এখন দুর্নীতির মতোই পাহাড় সমান। ওসি প্রদীপদের ব্যাপক দুর্নীতি ঢাকতে শেষ পরিণতি মেজর সিনহার। বিলম্বিত বিচার ও বিচারহীনতা এখন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের নীতিহীনতায় পরিণত। এক দশকেও সাগর-রুনি দম্পতি হত্যার বিচার হয় না।

বিভেদের রাজনীতির কারণে আমরা অনেক পিছিয়েছি। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র যখন উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, তখন আমরা নিজেরাই আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছি। আমরা যে প্রত্যাশা নিয়ে গোলামি থেকে মুক্তিলাভের জন্য মরণপণ যুদ্ধ ও বিজয় অর্জন করেছিলাম প্রতিহিংসা ও অপরাজনীতির কারণে এর সুফল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি।

দেশে আজও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুস্থধারার রাজনীতি চর্চার সংস্কৃতি এখনও গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার সুফল অর্জন ও তা জনগণের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে হলে এসব সমস্যার সমাধানে সকলকে বিশেষভাবে সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে মানুষের
জীবন-জীবিকার মান অনেক উন্নত হয়েছে
সন্দেহ নেই। শ্রমিকের অঙ্গনও
সম্প্রসারিত হয়েছে।
কিন্তু শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়
পঞ্চাশটি বছর যথাযথ অবদান
রাখতে পারছে কি না সেটাই প্রশ্ন।
আজও শ্রমিকের চোখে পানি।
গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই যার
পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করেছেন
আমাদের প্রিয় নবী সেই শ্রমিকের বকেয়া
বেতনের জন্য আন্দোলন করতে হয়।
মিছিল মিটিং করে
জীবন বিসর্জন দিতে হয়।
আজ শ্রম আইন এবং তার প্রয়োগ নিয়েও
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সচেতন মহলে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের মেধাবী ছাত্রী তনু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা, নারায়ণগঞ্জে মেধাবী কিশোর ত্বকী হত্যার মতো অনেক ঘটনায় বিচারের বাণী এখন নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিচার ও অন্যায়ের প্রতিকারে উদাসীনতা, পুলিশের তদন্তে গাফিলতি ও দীর্ঘসূত্রতা, পুলিশের প্রশ্রয়ে-আশ্রয়ে নীতিহীন ক্যাসিনো পরিচালনা- এসবই এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে বিরোধী দলের কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিও বাড়িতে ঘুমানোর সুযোগ পায় না। মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা ও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এত অগ্রগতির মধ্যেও আর্থিক বৈষম্য প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কল্যাণে আমদানি নীতি উদার হয়েছে, ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পও হুমকির মুখে পড়েছে। ঋণখেলাপির সাথে অবাধ সম্পদ ও কালো টাকা অর্জনের প্রতিযোগিতায় নৈরাজ্য বেড়েছে। সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এবং গার্মেন্টস শিল্পনির্ভর কর্মসংস্থানের মধ্যেই জীবন সংগ্রামে নিবেদিত। অবস্থা উত্তরণে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের হাত থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে রক্ষা, নারী পুরুষের মজুরি বৈষম্য নিরসন করা, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে রফতানি বাড়ানো, দেশজ শিল্পকে সমৃদ্ধ করা, কৃষির আধুনিকায়ন ও বিজ্ঞান নির্ভর সংস্কার করা, সম্পদের অসম বণ্টন রোধ করা, ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে জালিয়াতি বন্ধ করা, বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, মানবসম্পদ পরিকল্পনা করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, পরিবেশ দূষণ রোধের উদ্যোগ নেয়া এখন সময়ের দাবি।

বিভেদের রাজনীতির কারণে আমরা অনেক পিছিয়েছি। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র যখন উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, তখন আমরা নিজেরাই আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছি। আমরা যে প্রত্যাশা নিয়ে গোলামি থেকে মুক্তিলাভের জন্য মরণপণ যুদ্ধ ও বিজয় অর্জন করেছিলাম প্রতিহিংসা ও অপরাজনীতির কারণে এর সুফল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি। দেশে আজও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুস্থধারার রাজনীতি চর্চার সংস্কৃতি এখনও গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার সুফল অর্জন ও তা জনগণের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে হলে এসব সমস্যার সমাধানে সকলকে বিশেষভাবে সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে। আমরা সবাই দেশের উন্নতি চাই। দেশের কল্যাণকামী সকলকে, সকল রাজনৈতিক দলকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে স্থান দিতে হবে। কথায় ও কাজে এক হতে হবে। তবেই হবে দেশের উন্নতি, তবেই হবে দেশের কল্যাণ।

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার কথা থাকলেও তথ্যপ্রযুক্তি অধিকার আইন এখন আতঙ্কের নাম। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এখন নির্ধারিত বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এখনো নিশ্চিত হয়নি। বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির আধিপত্য আমাদের স্বদেশ জুড়ে। টিভি খুললেই ভিনদেশী চ্যানেলের আধিপত্য। বিনোদন মানেই ভিন্ন ভাষার গান-নাটক-সিনেমা। সংস্কৃতি মানেই অবিশ্বাসী ঘরানার মডেল।

সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নামে হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে যে ভাষাগত-সাংস্কৃতিক কালোথাবা আমাদের উপর পড়েছে তা উদ্ধারের কোনো বিকল্প নেই। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এ থাবায় অনেকাংশেই পঙ্গু হয়ে গেছে। সেখানকার শিশুরা এখন আর বাংলাভাষা বলতেই পারে না বলা চলে। বাংলাভাষার জন্য এখন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করতে পারে একমাত্র বাংলাদেশই। কিন্তু বাংলাদেশে যেভাবে ডোরেমন, মটুপাতলু আর সিবার মতো হাজারো আগ্রাসন চলছে তাতে শিশুরা যেমন বাংলার চেয়ে হিন্দিতেই বেশি পারদর্শী হয়ে পড়েছে তেমনি হিন্দি গান ও সিনেমার কবলে বাংলাদেশের যুবসমাজও আটকে গেছে বলা চলে। হিন্দি ও পশ্চিম বাংলার সিরিয়ালে নারীদের মনমস্তিষ্ক আটকে যাবার কারণে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের কাছে ঐতিহ্যের কোনো শিক্ষা পাচ্ছে না।

শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গঃ

বিগত পঞ্চাশ বছরে মানুষের জীবন-জীবিকার মান অনেক উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই। শ্রমিকের অঙ্গনও সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পঞ্চাশটি বছর যথাযথ অবদান রাখতে পারছে কি না সেটাই প্রশ্ন। আজও শ্রমিকের চোখে পানি। গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই যার পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করেছেন আমাদের প্রিয় নবী সেই শ্রমিকের বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন করতে হয়। মিছিল মিটিং করে জীবন বিসর্জন দিতে হয়। আজ শ্রম আইন এবং তার প্রয়োগ নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সচেতন মহলে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধ্বংসের পর দেশি-বিদেশি চাপের মুখে গত ছয় বছরে শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় শ্রম আইন সংশোধন, কর্মপরিবেশের উন্নয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দরকষাকষির সুযোগ সৃষ্টি হলেও শ্রম অধিকার আদায়ের সুযোগ সীমিত হয়েছে।

“

আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করছি, এটি আমাদের অনেক বড় একটি সফলতা। কিন্তু শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো এখনো সোনার হরিণের মতো অধরাই থেকে গেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী প্রতিটা জাতীয় বাজেটে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনকে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি। জনসংখ্যা বেড়েছে, বাজেটের আকার বেড়েছে, যেসব খাতের ব্যয় বরাদ্দ বাড়লে জনগণের মুক্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতো তার প্রতিটা খাতে শতাংশের হারে ব্যয় বৃদ্ধি তো ঘটেইনি বরং দিনে দিনে শতাংশ হারে কমে গিয়েছে। ফলে শ্রমজীবী ও সাধারণ জনগণের জীবন সংগ্রামে পরাজিতবোধের লক্ষণ ফুটে উঠছে।

”

ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনে নামলে হামলা, মামলা ও ছাঁটাইয়ের শিকারও হচ্ছেন শ্রমিকেরা। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়লেও তার অধিকাংশই কাগজ-কলমে। সংশোধিত শ্রম আইনের কোথাও কোথাও অস্পষ্টতা আছে। বঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যকর পদক্ষেপের অভাবের পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া অধিকার আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলো সংগঠিত নয়। সাভারে রানা প্লাজা ধসের আগে তৈরি পোশাকশিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১৩২। নানামুখী চাপের কারণে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ৭৩৩। সংখ্যার দিক থেকে গত ছয় বছরে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বেড়েছে ৬০০। অন্য দিকে শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে অধিকাংশ কারখানায় ওয়ার্কার পার্টিসিপেশন কমিটি বা ডব্লিউপিসি হয়েছে। মূলত, শ্রম আইন মানতে ও ক্রেতাদের দেখানোর জন্য কাগজে-কলমে মালিকরা ডব্লিউপিসি করেছেন বলে শ্রমিক জনগোষ্ঠীর অভিযোগ। যেসব কারখানায় ইউনিয়ন হয়েছে তার মধ্যে ছোট-মাঝারি কারখানা বর্তমানে বন্ধ। কিছু ইউনিয়ন মালিকপক্ষ নিজেদের স্বার্থে, আবার কিছু ফেডারেশন ও মালিকেরা মিলে এবং সরকারের শ্রম দফতর ও ফেডারেশন মিলেও কিছু ইউনিয়ন নিবন্ধন হয়েছে। এসবের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের সংশ্লিষ্টতা নেই। সব মিলিয়ে বর্তমানে ৪০-৪৫টি ইউনিয়ন সক্রিয় আছে। সত্যিকারের ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কম থাকার কারণেই শ্রম অধিকারের বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে না বলে অনেকে মনে করেন। শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনগুলো সক্রিয় ভূমিকা রাখলে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতির পরিস্থিতি এড়ানো যেত। তবে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতির পর তাদের কাজ ফিরে পাওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ আদায়ে বেশি ব্যস্ত থাকে শ্রমিক সংগঠনগুলো। ফলে চাকরি হারানো শ্রমিকও কাজ ফিরে পাওয়ার চেয়ে ছাড় দিয়ে হলেও তার পাওনা বুঝে নিতে বাধ্য হন। শ্রমিক ফেডারেশনগুলো জোরালো ভূমিকা না রাখার বিষয়ে শ্রমবিভাগের কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থায় চাকরিচ্যুত শ্রমিকের মামলা বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রম আদালতে বিচারাধীন থাকে। এটি বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকও পাওনা বুঝে নিতে আগ্রহী থাকেন। তা ছাড়া দীর্ঘ একটা সময় ধরে ওই শ্রমিক নির্দিষ্ট এক জায়গায় অনেক সময় থাকেন না। শ্রমিকের মানসিকতা আর বিদ্যমান ব্যবস্থার কারণে অনেক সময় চাকরিচ্যুত শ্রমিক পাওনা বুঝে নেয়ার বিষয়টিতে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন।

পরিশেষে বলা যায়, আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করছি, এটি আমাদের অনেক বড় একটি সফলতা। কিন্তু শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো এখনো সোনার হরিণের মতো অধরাই থেকে গেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী প্রতিটা জাতীয় বাজেটে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনকে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি। জনসংখ্যা বেড়েছে, বাজেটের আকার বেড়েছে, যেসব খাতের ব্যয় বরাদ্দ বাড়লে জনগণের মুক্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতো তার প্রতিটা খাতে শতাংশের হারে ব্যয় বৃদ্ধি তো ঘটেইনি বরং দিনে দিনে শতাংশ হারে কমে গিয়েছে। ফলে শ্রমজীবী ও সাধারণ জনগণের জীবন সংগ্রামে পরাজিতবোধের লক্ষণ ফুটে উঠছে। তাইতো বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক বলেন, “স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান নিতে গেলে স্বীকার করতে হয় উন্নয়ন ঠিকই ঘটেছে, তবে তা শ্রেণিবিশেষকে ঘিরে। ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’-এর ‘গণ’ তার খুদকুঁড়ো পেয়েই মনে হয় সন্তুষ্ট থাকছে বা সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রটির বয়স এখন পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। অর্থাৎ মধ্য বয়স। সময়টা নেহাত কম নয়। তবু গর্বভরে বলতে পারছি না (কবির ভাষায়) ‘মধ্য বয়সী, তবু তনু তোমার আশ্বিন আলো ছড়ায় আমার মনে।’ এর কারণ একটাই। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি তথা ইতি ও নেতির তুলনায় নেতির ভার বেশি।” তাই সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করার অধিকার প্রদান এখন সময়ের দাবি। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং হত্যা, গুম, খুন, ধর্ষণ, হয়রানিমূলক মামলা থেকে জনগণকে মুক্ত করে বিভেদের রাজনীতি থেকে ফিরে এসে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ার প্রয়াস থাকলেই উন্নয়নের রোডম্যাপে এগিয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশ।

লেখক: কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থহীন স্বাধীনতা

গোলাম রাব্বানী

> একটি দেশের
> ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন
> করলেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন হয় না।
> দেশে যখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে,
> বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে,
> জনগণ যখন তাদের অধিকার আদায়ে
> সোচ্চার হওয়ার অবাধ সুযোগ পাবে, নির্যাতন
> নিষ্পেষণের সকল পথ রুদ্ধ হবে, রাজনৈতিক
> দলগুলো সরকারের গঠনমূলক সমালোনার
> প্রকাশ্যে সুযোগ লাভ করবে,
> কলকারখানাগুলো উৎপাদনে প্রতিযোগিতা
> করে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য থেকে প্রচুর
> বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে দেশ
> এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ
> হওয়ার জন্য, দূর হয়ে যাবে বেকারত্ব, ধর্ম বর্ণ
> নির্বিশেষে সকল জনগণ পারস্পারিক
> সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা,
> সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি হবে।
> তখনই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত জীবনযাপন করা সকল সৃষ্টির স্বভাবজাত ধর্ম। প্রকৃত স্বাধীনতা ছাড়া সভ্যতার ভিত্তি মজবুত হতে পারে না। পৃথিবীর যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে মারামারি, হানাহানি, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, অত্যাচারের স্টিম রোলার মানবতাকে পিষে মারে। তাই স্বাধীনতার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে আন্দোলন হয়েছে, রক্ত ঝরেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। শাসন ক্ষমতায় যারাই থাকে তারা অন্যের অধিকার খর্ব করে, বাক স্বাধীনতা হরণ করে অন্যের মতকে দাবিয়ে রাখে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়ে তোলে। নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনাকে চুরমার করে দেয়।

গণতন্ত্রকে হত্যা করে একনায়কতন্ত্রের সীমাহীন দাপটে সকল কিছুই দুমড়ে মুচড়ে যায়। ফলে গড়ে উঠে প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম। এ সময় দেশের জনগণ সকলেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম না করলে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আমাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ একসময় একটি গোষ্ঠী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ভাবে দেশটি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে মানুষের জীবনে দুর্বিষহ হয়ে উঠে। রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক গোলামী, অর্থনৈতিক শোষণ চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাই পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিকট থেকে আমার সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা মাটিকে মুক্ত করার জন্য কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র জনতা পাক হানাদার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হওয়ার পর আমরা অর্জন করি লাল সবুজের পতাকার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ।

এ স্বাধীনতা একক কোন দলের বা গোষ্ঠীর কতৃত্ব নয় বরং সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামের ফসল। শ্রমিক সমাজ সকল আন্দোলন বিশেষ করে অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে থাকে । বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নয়।

মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস, সংগ্রামের মাস, চেতনার মাস, শপথ নেয়ার মাস, অধিকার আদায়ের সোচ্চার হওয়ার মাস, প্রতি বছর তাই জাঁকজমকভাবে এ মাস উদযাপিত হয়। স্বাধীনতার ৫০ তম বছর পার হচ্ছে। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য ,জনগণের আশা প্রত্যাশা পূরণের জন্য সুখী সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার জন্য বিশ্বের মানচিত্রে একটি অনুকরণীয় অনুসরণীয় রাষ্ট্র হওয়ার জন্য মোটেই কম সময় নয়। প্রশ্ন হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হয়েছে? বর্তমান সরকার মুজিব শতবর্ষ উদযাপন করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যেসব তৎপরতা চালাচ্ছে তাতে জনগণের কোন লাভ হচ্ছে কি? এ স্বাধীনতা যুদ্ধে যার যতটুকু অবদান আছে ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান হয়ে থাকবে। এটা জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। ইতিহাস বিকৃতি করলে সময়ের আবর্তনে আবার সঠিকভাবে ইতিহাস তার জায়গায় ফিরে আসবে।

একটি দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন হয় না। দেশে যখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, জনগণ যখন তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়ার অবাধ সুযোগ পাবে, নির্যাতন নিষ্পেষণের সকল পথ রুদ্ধ হবে, রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার প্রকাশ্যে সুযোগ লাভ করবে, কলকারখানাগুলো উৎপাদনে প্রতিযোগিতা করে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে দেশ এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য, দূর হয়ে যাবে বেকারত্ব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ পারস্পারিক সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি হবে। তখনই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।

“
একটি দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন হয় না। দেশে যখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, জনগণ যখন তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়ার অবাধ সুযোগ পাবে, নির্যাতন নিষ্পেষণের সকল পথ রুদ্ধ হবে, রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার প্রকাশ্যে সুযোগ লাভ করবে, কলকারখানাগুলো উৎপাদনে প্রতিযোগিতা করে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে দেশ এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য, দূর হয়ে যাবে বেকারত্ব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ পারস্পারিক সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি হবে। তখনই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।
”

এ ছাড়াও বিচার বিভাগ যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তার বিচারকাজ পরিচালনা করার সুযোগ পাবে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যখন কোন দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করে জনগণের জানমাল ইজ্জত আবরুর হেফাজত করার দায়িত্ব পালন করবে তখনই স্বাধীনতার অনাবিল স্বাদ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। সাংস্কৃতিক ভাবে অন্য কোন দেশের বা গোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক চেতনা লালন না করে নিজস্ব কৃষ্টি কালচার গড়ে তুলবে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয় সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি এ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয় পরকালে জীবনের সাফল্যই চূড়ান্ত লক্ষ্য এ চেতনা সৃষ্টি হওয়াই প্রকৃত সংস্কৃতি। অর্থবহ স্বাধীনতার জন্য জবাবদিহিমূলক সরকার অপরিহার্য। আমাদের দেশের স্বাধীনতা কতটুকু অর্থবহ হয়েছে ও স্বাধীনতার সুফল কতটুকু জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌছেছে তা আলোচনা সমালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা লক্ষ করি সরকার তার সফলতা বলতে বলতে জিহবা ক্ষয় করে ফেলে আর বিরোধীদল শুধু সমালোচনা করতেই থাকে। সরকারের যেসব কাজগুলো কল্যাণকর তার যেমন স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন তেমনি বিরোধী দলের সমালোচনাগুলোও যথাযথ মূল্যায়ন করা সরকারের দায়িত্ব। সীমান্তে যখন পার্শ্ববর্তী দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের দেশের জনগণকে পাখির মত গুলি করে আবার লাশকে কাঁটাতারের সাথে ঝুলিয়ে রাখে তখন ভৌগোলিক স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অস্বাভাবিক নয়। ৫১টি নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে নদীগুলোর অস্তিত্ব যখন মুছে ফেলে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তা দেখছে তখন বিবেক জিজ্ঞেস করে এর নাম কি ভৌগোলিক স্বাধীনতা?

দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে সরকার বলছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। অথচ আমরা জানি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মাথাপিছু গড় আয় ৫ হাজার ইউ.এস ডলার এবং দেশের সেবার মান ৮০ শতাংশের উপর। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মিলিয়ে মানুষের গড় আয় ১৫০০ ইউ.এস ডলার যা অনেক কম। মালদ্বীপে মাথা পিছু আয় ৪৫০০ ইউ.এস ডলার। একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে বাংলাদেশের অর্থসম্পদ কুক্ষিগত। তাদের গড় আয় আমেরিকার মত হতে পারে আর যদি তাদের বাদ দেয়া হয় তবে বাংলাদেশের গড় আয় দাঁড়াবে ৬০০ ইউ.এস ডলার অর্থাৎ বছরে হবে ৫২ হাজার ২০০ শত টাকা। তার অর্থ মাসিক আয় হবে মাত্র ৪ হাজার ৩৫০ টাকা (নয়া দিগন্ত)

শ্রমিকেরা সবচেয়ে নির্যাতিত। যে শ্রমিকদের গায়ের ঘাম দিয়ে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে কলকারখানার চাকা ঘুরে ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সেই শ্রমিকেরা যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত হয় তখনই কি বলতে হবে স্বাধীনতা অর্থবহ হয়েছে। জেলে শ্রমিকেরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে না। অনেক সময় পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্রের রক্ষাবাহিনী আমাদের জলসীনায় প্রবেশ করে মাছ নিয়ে যায় আবার কোন সময় জেলেদেরকে ধরে নিয়ে যায়। মহিলা শ্রমিক ফেলানীর লাশ কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখে তারপরেও কি বলতে হবে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে? যে পোশাক শিল্প অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সেই শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য যে মজুরি প্রয়োজন ছিল তার দিকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সরকার পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য মাসিক ৮০০০ টাকা মজুরি ঘোষণা করে যেখানে শ্রমিকেরা মাসিক ১৬০০০ টাকা মজুরি ঘোষণা দেয়ার জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছিল।

দেশে প্রায় ৭ লক্ষ চাতাল শ্রমিকেরা রোদ্রে পুড়ে আগুনের তাপ সহ্য করে চাল তৈরিতে ভূমিকা রাখে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন নেই, বেতন কাঠামো নেই, নেই ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। বর্ষার সময়ে চাতাল বন্ধ থাকলে চাতাল শ্রমিকদের জীবন ধারণের জন্য যেসব সামগ্রী দরকার তার কোনো ব্যবস্থা নেই। চাতাল মালিকদের ইচ্ছার উপরে তাদের চলতে হয়, সামান্য খুদ ও চাল দিয়ে খেয়ে না খেয়ে স্বাধীনতার উৎসব আমেজ কিভাবে ভোগ করবে তাও কি ভাবার সময় হয়নি?

নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্রসহ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যেখানে আকাশচুম্বী সেখানে ৮০০০ টাকা দিয়ে একজন শ্রমিক ছেলে মেয়ে নিয়ে জীবন যাপন করার এ কথা কোন পাগল বললেও আরেক পাগল বিশ্বাস করবে না। শ্রমিক সংগঠনগুলো এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করলেও সরকারের সামান্যতম টনক নড়েনি। এটাই কি স্বাধীনতার সুফল?

২০১৩ সালে শ্রমিকদের বেতন ছিল ৫৩০০ টাকা আর ৫ বছর পরে বেতন বেড়ে হল ৮০০০ টাকা। অন্য দিকে জিনিসপত্র দাম বেড়েছে চার থেকে আট গুণ। ঢাকায় বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি শপিংমল দেখে আমরা মনে করি বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে আদৌ কি তা সত্য?

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্নজনকে স্বাধীনতা পদক বা ২৬শে মার্চ পদক দিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কিন্তু যে শ্রমিকেরা উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ কোন শ্রমিককে স্বাধীনতা দিবসে কেন কোন পদক দেয়া হয় না তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। শ্রম আইন ঘোষণা করা সত্ত্বেও শ্রমিকরা আজও দাবি আদায়ের জন্য পুলিশী নির্যাতন হামলা ও মামলার শিকার হতে হয়। ট্রেড ইউনিয়ন করে অধিকার যেমন নিশ্চিত হয়নি তেমনি চাকরির নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কোনো গ্যারান্টি হয়নি। মালিকরা যখন তখন চাকরি থেকে ছাঁটাই করে শ্রমিকদের হতাশার সাগরে ভাসিয়ে দেয়। অনাহারে অর্ধাহারে শ্রমিকরা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কে কার খোঁজ রাখে এটাই কি স্বাধীনতার পুরস্কার?

সরকারের দাবি অনুযায়ী দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে আর এ খাদ্য উৎপাদনে কৃষি শ্রমিকেরা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন। সে শ্রমিকদের পরনে কাপড় নেই, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, মানসম্মান নিয়ে বাঁচার সুযোগ হয় না, স্বাধীনতা দিবসে এসব ভাবতে খুবই খারাপ লাগে।

দেশে প্রায় ৭ লক্ষ চাতাল শ্রমিকেরা রোদ্রে পুড়ে আগুনের তাপ সহ্য করে চাল তৈরিতে ভূমিকা রাখে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন নেই, বেতন কাঠামো নেই, নেই ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। বর্ষার সময়ে চাতাল বন্ধ থাকলে চাতাল শ্রমিকদের জীবন ধারণের জন্য যেসব সামগ্রী দরকার তার কোনো ব্যবস্থা নেই। চাতাল মালিকদের ইচ্ছার উপরে তাদের চলতে হয়, সামান্য খুদ ও চাল দিয়ে খেয়ে না খেয়ে স্বাধীনতার উৎসব আমেজ কিভাবে ভোগ করবে তাও কি ভাবার সময় হয়নি?

এক সময় সোনালি আঁশ পাট শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে। পাটকলগুলো একে একে বন্ধ হচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে শ্রমিকরা বেকার, দিনের পর দিন হরতাল করছে, মিছিল মিটিং করছে, একটি উন্নয়নশীল দেশের এসব কি মানান সই? পাটকলগুলো চালু রাখা ও শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ স্বাধীনতা দিবসে ঘোষণা দিলে কতই না ভাল হতো।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

আতিকুর রহমান

১০ম সংখ্যার পরে..

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পতনের মধ্য দিয়ে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটে এবং উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রবল গতিবেগ অর্জন করে।

বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, পূর্ব জার্মানিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলো ক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এতে প্রথম বিশ্ব পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিপরীতে দ্বিতীয় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সৃষ্টি হয়। অনুন্নত দেশগুলোকে তখন বলা হয় তৃতীয় বিশ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম তীব্র গতিবেগ অর্জন করলে চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, মঙ্গোলিয়া, লাউস, কম্পুচিয়াতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলো ক্ষমতা দখল করে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যেই এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন

আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এ দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তৃতীয় দুনিয়ার ভারত, মিসর, ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক দেশ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এসব দেশের মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিগুলো শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষ ও মধ্যবিত্তের বিপুল জনসর্মন নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মাঝামাঝি এঙ্গোলা, ইথিউপিয়া, ইয়েমেন, মোজাম্বিক, আফগানিস্তানসহ আরো কত দেশ সমাজতন্ত্র অভিমুখীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশের পথ গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়।

ইতোমধ্যে ষাটের দশকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় রুশ-চীন বিভক্তি দেখা দেয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া বিরল ব্যতিক্রম বাদে সব দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি রুশপন্থী বনাম চীনপন্থী হিসেবে দ্বিধাবিভক্ত হয়।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাহায্য-সহযোগিতা বিশেষ করে সোভিয়েত-ভারত শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে। চীন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের মোড়ল আমেরিকার সাথে এক হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায় এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি চালু করা হয়। পরে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলো উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাই ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। সর্বোপরি অর্ধশত বছরের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এ পটভূমিতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একে একে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। সমাজে গণতন্ত্রায়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের চালু করা হয় গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা। কিন্তু এই দুই ব্যবস্থা চালু করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংস্কারে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ব্যর্থ হয়।

এসবের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঙ্গ রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ তীব্র ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। এই গণবিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ প্রতিটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধস নামায়। নব্বই-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভেতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার পতন ঘটে। তবে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির মধ্যে চীন,

> ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাহায্য-সহযোগিতা বিশেষ করে সোভিয়েত- ভারত শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে। চীন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের মোড়ল আমেরিকার সাথে এক হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায় এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি চালু করা হয়। পরে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলো উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাই ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

কিউবা, ভিয়েতনাম এখনও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে ঘোষণা করছে। শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমগ্র বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, নব্বইয়ের দশকে এসে সেই স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিংশ শতাব্দী তাই একই সাথে স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন ভঙ্গের শতাব্দী হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশ্ব ইতিহাস শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দিকে যাত্রা শুরু করে।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দর্শন:

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক দর্শন শ্রমিকরা হাতে পায় ১৮৪৮ সনে, মার্কস অ্যাঙ্গেলসের হাতে, কমিউনিস্ট লিগ মারফত। মার্কস অ্যাঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল শ্রমজীবী মানুষের কাছে কমিউনিস্ট ইশতেহার মারফত জানান যে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, কাল্পনিক সমাজতন্ত্র নয়। এ নিয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এঙ্গেলসের 'সোশ্যালিজম ইউটোপিয়ার অ্যান্ড সায়েন্টিফিক' গ্রন্থে। ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণী মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের কাজ থেকেই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শন অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মতবাদ লাভ করে। এই মতবাদকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়ায় সফলতা লাভ করেন ভি আই লেনিন, জোসেফ স্তালিন, চীনে মাও সেতুং, উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন, উত্তর কোরিয়ায় কিম ইল সুং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা:

১৯১৯-২০ সনে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। ১৯২০ সনের প্রথম দিকে ভারতে ১৫ লাখ শ্রমিক ২ শতাধিক ধর্মঘটে অংশ নেয়। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সঙ্কট গভীর হয়ে উঠে। ১৯১৯-২০ সনে ভারতে বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল, যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাদের মধ্যে ছিল: দি প্রেস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা (১৯১৯), দি ক্যালকাটা ট্রামওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯১৯), নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯), গ্রেড ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯), মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯১৯)সহ আরো ১৮টি ইউনিয়ন। ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮টি ইউনিয়ন এখানে সমবেত হয়েছিল এবং ৪২টি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।

সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভাঙন:

অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সমবেত হয়েছিল ডান-বাম সর্ব রকমের মতাবলম্বীরা, অর্থাৎ এখানে জড়ো হয়েছিল জাতীয়তাবাদীরা, সংস্কারপন্থীরা, সমাজতন্ত্রীরা (কমিউনিস্টরা)। এই সব মতের দ্বন্দ্ব চলছিল বেশ কিছুকাল ধরে। ১৯২৯ সনের নভেম্বর নাগপুরে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দশম অধিবেশন শুরুতর আকার ধারণ করে এবং সংগঠনের বিভক্তি ঘটে। একদিকে রইল বাম ও কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদীরা অপরদিকে রইল দক্ষিণপন্থীরা। কমিউনিস্ট-বামদের অনেক নেতাই তখন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে। এই অধিবেশন সভাপতিত্ব করেছিলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। এই ভাঙনের ফলে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষে থাকে ২১টি ইউনিয়ন। যাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৪ হাজার। ১৯২৯ সনের ১লা ডিসেম্বর সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের একাংশ পৃথক সভায় গঠন করে 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন

ফেডারেশন'। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে নাগপুর অধিবেশনের পরে আবার ভাঙনের ঘটনা ঘটে। ১৯৩১ সনে এই সংগঠনের একাদশ অধিবেশন বসে কলকাতায়। একাদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসু। শ্রমিকশ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রাজনৈতিক ভূমিকায় যারা বিশ্বাস করতেন তারা গঠন করেন 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। এর সভাপতি নির্বাচিত হন ডিবি কুলকার্নি। শ্রমিক আন্দোলনের এই ভাঙন ভারতের শ্রমজীবী জনগণের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। বুর্জোয়ারাও শ্রমিকদের উপর শোষণ ও নির্যাতনের স্টিমরোলার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন ছিল শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

পাকিস্তান পর্বে শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১):

ব্রিটিশ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারাবাহিক রূপ হচ্ছে পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল ১৯৪৭ সনের ৫ সেপ্টেম্বর বোম্বে অধিবেশনে পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ স্বাধীনতার পরের মাসে পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমিক নেতারা গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। এর সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে ডক্টর এ এম মালিক ও ফয়েজ আহমদ। এই সংগঠনের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জি (সহ-সম্পাদক), মোহন জমাদ্দার, মোহাম্মদ ইসমাইল, মারুফ হোসেন, সমর ঘোষ, দীনেন সেন, সুলতান আহমদ, আফতাব আলী, শিবদাস গাঙ্গুলী, রাধা গোবিন্দ বসাক, সুশীল সরকার, অনিল বসাক, অশ্বিনী দেব, অমরী টেন্ডু মুখার্জি প্রমুখ।

এই সংগঠনের এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১৯৪৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর । এই বৈঠকে এআইটিইউসির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এআইটিইউসি ও পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ অঞ্চলের তৎকালীন মূল ইউনিয়নগুলো বিশেষত নারায়ণগঞ্জের সুতাকল, রেল প্রভৃতিতে কমিউনিস্টদের প্রভাব থাকায় নবগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য থাকে। এভাবে সকল দল ও মতের শ্রমিক নেতাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব থাকলেও মুসলিম শ্রমিকরা মুসলিম লীগের পক্ষে ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের আশা ছিল যে, তাদের অভাব অভিযোগের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু অতি দ্রুতই তাদের আশাভঙ্গ হয়। ফলে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের ২৬টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২ হাজার ৯১ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে এবং ১৮৯৬৩ কর্মদিবস ধর্মঘটের কারণে কল-কারখানা বন্ধ থাকে।

১৯৪৭ সনে দিল্লিতে আইএলওর এশীয় দেশসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক গ্রুপের নেতা নির্বাচিত হন ডক্টর মালিক। নেপাল নাগও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সনে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আফতাব আলী। ডক্টর মালিক ১৯৪৮ সনে মন্ত্রিসভায় যোগদান করলে সংগঠনে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তার পদত্যাগের দাবি ওঠে। কেউ কেউ বলেন যে, নাজিমুদ্দীন প্রতিক্রিয়াশীল লোক তার মন্ত্রিসভায় যোগদান করা সঙ্গত নয়। সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ ডক্টর মালিককে সমর্থন করেন মন্ত্রিসভায় যাওয়ার জন্য। বামপন্থীরা মন্ত্রিসভায় যাওয়ার বিরোধিতা করেন। ভোটাভুটি হলে মালিকের বিপক্ষেই ভোট বেশি পড়ে। বামপন্থীরা ওয়াকআউট করলেও সংগঠনের বিভক্তি ঘটেনি। ১৯৪৯ সনের রেলওয়ে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের মতবিরোধ দেখা দেয়। কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা এ সংগঠন ত্যাগ করে। ফলে ফেডারেশনের ভাঙন দেখা দেয়। সংগঠনের জাতীয় কাউন্সিলে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ঢাকা রিকশা ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, ঢাকা জেলা টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ইনল্যান্ড স্টিম নেভিগেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বরিশাল বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে বহিষ্কার করা হয়। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো নিয়ন্ত্রণ করত কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসপি।

১৯৪৭ সনের ৬-৭ ডিসেম্বরে ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পূর্ববাংলা রেলওয়ে শ্রমিক কর্মচারীরা এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠন করেন ইস্টার্ন পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ। পরবর্তীতে এটি "ইপরেল' নামে পরিচিতি লাভ করে"। উক্ত সংগঠন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেন এম এস হক। তিনি এই সম্মেলনের আহবায়ক ছিলেন। ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে গঠিত হয় 'ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তান' নামক একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এই সংগঠনের নেতৃত্বপদে ছিলেন সভাপতি পদে নুরুল হুদা, সাধারণ সম্পাদক কামরুদ্দীন আহমদ ও কোষাধ্যক্ষ পদে বি এ সিদ্দিকী।

এ দিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও 'আজাদি ঝুটা' স্লোগান তোলে। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি তখন মেহনতি মানুষসহ সকল স্তরের জনগণের যথেষ্ট মোহ ছিল। তাই তখনকার পরিস্থিতিতে ওই স্লোগান সঠিক ছিল না। এই অতি বাম সিদ্ধান্তের ফলে জনসাধারণ থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং দমননীতি আরও তীব্র হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো ছত্রখান হয়ে যায়। এ সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট। এই ইউনিয়নটিও ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত এই ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্ররাও ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করে। ফলে ২২ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হয় এবং আড়াই মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারা বরণ করেন।

১৯৫০ সনের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাম ধারণ করে 'ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তান'। এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে নুরুল হুদা ও ফয়েজ আহমদ। সহ-সভাপতি ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আফতাব আলী। সহ-সম্পাদক ছিলেন আবদুল আউয়াল ও জহুর আহমদ চৌধুরী। ১৯৫০ সনে সরকার ডক্টর মালিককে শ্রমমন্ত্রী মনোনীত করে। তিনি পাকিস্তানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার চেষ্টা নেন। তিনি করাচির শ্রমিক নেতা এম এ খৈতাব ও ফয়েজ আহমদের সাথে যোগাযোগ করেন। তারই পরিণতিতে গঠিত হয় অল পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার। পরে কামরুদ্দীন আহমদ ও আফতাব আলী দ্বিমত পোষণ করেন এবং একটি কনফেডারেশন অব লেবার ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব দেন।

তদনুযায়ী ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয় অল পাকিস্তান

কনফেডারেশন অব লেবার' নামে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, এটা ছিল পাকিস্তানভিত্তিক একটি সংগঠন। এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ফেডারেশন অব লেবার। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমদ। সহ-সভাপতি ছিলেন আফতাব আলী। মতভেদের কারণে এ আর সুন্নামত ও নুরুল হুদা এই সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন সংগঠন 'পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' গঠন করেন। ১৯৫১ সনে শ্রমিক নেতা কাশেম চৌধুরী গঠন করেন 'মাশরেকী পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার'। এই বছরই আরেকটি ফেডারেশনের জন্ম হয় তার নাম 'ইউনাইটেড কাউন্সিল অব অ্যাসোসিয়েশন ফর সিভিল এমপ্লয়িজ অব পাকিস্তান'। ১১টি সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়ন নিয়ে এটি গঠিত হয়।

১৯৪৭ সনে লাহোরের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম 'পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে একটি ফেডারেশন গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে 'পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন' নামে আর একটি সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। ১৯৫২ সনে গঠিত হয় 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল পরিবহনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা এই ইউনিয়ন গঠন করেন। এই ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কাসিম উদ্দীন আহমেদ। ১৯৫৬ সনে গঠিত হয় 'পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন'। এ আর সুন্নামত ও কে এ হাই এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। এরপর ১৯৫৮ সনে কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, চৌধুরী হারুন অর রশীদ ও কাজী মহিউদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গঠন করেন "পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন"।

১৯৫৮ সনে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়। রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং অনেক নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। ১৯৬২ সনে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হলে আবার রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ জোরদার হতে থাকে। নেতা-কর্মীরা জেল থেকে ছাড়া পান। ১৯৬৩ সালে "পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার" দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগের নেতৃত্ব দেন আফতাব আলী, অপর গ্রুপের নেতৃত্ব দেন ফয়েজ আহমদ। ভেঙে যাওয়ার আগে এই সংগঠনের নেতারা যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন, তা হচ্ছে তারা ৩টি শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন গড়ে তোলেন যা: ইস্ট পাকিস্তান ইলেকট্রিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ইস্ট পাকিস্তান জুট মিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ও ইস্ট পাকিস্তান কটন টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। আফতাব আলী ট্রেড ইউনিয়নের যে গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তার মধ্যে ভাঙন ধরে। পরে এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেন দীনেন সেন ও ইয়াকুব আলী ভুঁইয়া। ফয়েজ আহমদ পরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছেড়ে চলে যান। এই পর্যায়ে পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন ভেঙে যায়। এক গ্রুপের নেতৃত্ব দেন কে এ হাই। আরেক গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এ আর সুন্নামত। এই ফেডারেশনের অপর নেতাদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান সিরাজুল হক, আশরাফ হোসেন, শাহ আব্দুল হালিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

৬০ এর দশকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দারুণ গতিবেগ অর্জন করে। রাজনৈতিক আবহাওয়া জোরদার হওয়াই এর প্রধান কারণ। এই দশকে ১৯৬৫ সনের কারখানা আইন, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৯ সনের শিল্প অধ্যাদেশ এসব আইন জারি হয়েছে। এগুলো জারি

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি তখন মেহনতি মানুষসহ সকল স্তরের জনগণের যথেষ্ট মোহ ছিল। তাই তখনকার পরিস্থিতিতে ওই স্লোগান সঠিক ছিল না। এই অতি বাম সিদ্ধান্তের ফলে জনসাধারণ থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং দমননীতি আরও তীব্র হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো ছত্রখান হয়ে যায়। এ সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট। এই ইউনিয়নটিও ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত এই ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্ররাও ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করে। ফলে ২২ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হয় এবং আড়াই মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারা বরণ করেন।

হয়েছিল শ্রমিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার জন্য, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রমিকরা ৫০ এর দশকে যেমন শোষিত নিপীড়িত হয়েছে, তেমনি ষাট দশকে, তেমনি ৭০-৮০-৯০ এর দশকেও হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি। ষাট এর দশকের শেষের দিকে তৎকালীন সরকার ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছিল ১২৫ টাকা। তা করা হয়েছিল ৫ মণ চালের হিসাবে। এই সময়ের সরকারি শ্রমনীতিতে শ্রমিকরা সামান্য হলেও কিছু কিছু আইনগত সুবিধা অর্জন করেছিল।

এরই এক পর্যায়ে ১৯৬৬ সনে গঠিত হয় পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এই সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সিরাজুল হোসেন খান, আবুল বাশার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এই ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে তোয়াহা ও সিরাজুল হোসেন খান। এর সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন আবুল বাশার। পরে এই সংগঠন ভেঙে যায়।

১৯৬৭ সনের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন থেকে বের হয়ে কাজী জাফর, রনো, মেনন প্রমুখ প্রাক্তন ছাত্র নেতৃবৃন্দ গঠন করেন 'পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন'। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। মেনন গ্রুপ এর কাজী জাফর অংশের অনেকেই এই ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অপর এক গ্রুপ গঠন করেন আবুল বাশার ও সিরাজুল হোসেন খান। ১৯৬৮ সনের ২৩শে মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নামে অপর এক একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ব্যারিষ্টার কুরবান আলী ও ড. গোলাম সরওয়ার। ১৯৭০ সনে মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা শ্রমিক সংগঠন পরিত্যাগ করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনে বিভক্তির ঘটনা ঘটে। ১৯৬৫ সনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে (এটি পরিচিত হতো মূলত মণিসিংহ নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক, ভাঙনের পূর্ব পর্যন্ত) ভাঙন ঘটে। এই ভাঙনে দুটি গ্রুপের উদ্ভব ঘটে। যা মেনন গ্রুপ ও মতিয়া গ্রুপ-কিংবা পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে ভাঙন ঘটে তারই প্রতিক্রিয়ায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (পশ্চিম পাকিস্তানেও) কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙন ঘটে। কমিউনিষ্ট পার্টির আন্তর্জাতিক ভাঙন (মস্কো-পিকিং-বিরোধ), পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ফ্রন্ট সর্বত্রই ভাঙন ঘটে। এর ফলে বাম ও কমিউনিস্ট শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ।

১৯৬৯ সনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গঠন করা হয় পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় শ্রমিক লীগ। এই ফেডারেশনের নেতৃত্ব দেন নুরুল হক ও আবদুল মান্নান। তারাই নির্বাচিত হন যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এরপর নেতৃত্ব দেন আব্দুল মান্নান ও আব্দুর রহমান। পরবর্তীতে এর নেতৃত্বে আসেন এস এম রুমী ও মজিবুর রহমান ভুঁইয়া। ১৯৬৯ সনের ২ রা আগস্ট 'সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন' নামে আরেকটি ফেডারেশনের জন্ম হয়। এর নেতৃত্ব দেন মাওলানা সাইদুর রহমান ও রুহুল আমিন কায়সার তারা যথাক্রমে এই ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে এই সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন মোখলেছুর রহমান ও সাংবাদিক নির্মল সেন। শেষোক্ত এই নেতা পরে এই সংগঠন ত্যাগ করে। ১৯৬৯ সনের ১২ নভেম্বর মস্কোপন্থীরা গঠন করেন "ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র" (টিইউসি) এর সভাপতি হন চৌধুরী হারুন অর-রশিদ ও সাধারণ সম্পাদক হন সাইফউদ্দীন আহমদ মানিক।

৬০ এর দশকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দারুণ গতিবেগ অর্জন করে। রাজনৈতিক আবহাওয়া জোরদার হওয়াই এর প্রধান কারণ। এই দশকে ১৯৬৫ সনের কারখানা আইন, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৯ সনের শিল্প অধ্যাদেশ এসব আইন জারি হয়েছে। এগুলো জারি হয়েছিল শ্রমিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার জন্য, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রমিকরা ৫০ এর দশকে যেমন শোষিত নিপীড়িত হয়েছে, তেমনি ষাট দশকে, তেমনি ৭০-৮০-৯০ এর দশকেও হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি।

পঞ্চাশের দশকের শ্রমিক আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী:

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬) উপমহাদেশের রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি শুধু একজন কৃষক নেতা হিসাবেই বিশিষ্টতা অর্জন করেন-তা নয়, পঞ্চাশের দশকে তিনি একজন শ্রমিক নেতা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।

অবশ্য কৃষক নেতা ও জাতীয় নেতা হিসাবে তাঁর বিরাট পরিচিতির ফলে

১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম শ্রমনীতি (লেবার পলিসি) ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর জনমনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। মানুষের মনে স্বাধীন জাতি হিসাবে দাঁড়ানোর বাস্তব আকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রমিকরা কাজে মনোযোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। কিন্তু কাজ না পাওয়ায় তারা হতাশা বিশৃংখলার মধ্যে নিপতিত হয়। দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এ বছর সরকার National Industrries Statutory Corporation. (Prohibition Of Strike and Unfair Labour Practices) Order ১৯৭২ প্রণয়ন করে। এটাও ছিল এক ধরনের কালাকানুন। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন কাজ বন্ধ হয়ে যায়, যৌথ দরকষাকষির অধিকার খর্ব হয়ে যায়। লক-আউট-ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে অসন্তোষ বাড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার তা প্রত্যাহার করে নেয়।

শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায় এবং চাপাও পড়ে যায়। মওলানা ভাসানী সারা জীবন ধরে জনসাধারণের স্বার্থেই কথা বলেছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে কৃষক সমিতি গঠনের পূর্বেও যেমন কৃষকদের কথা বলেছেন, তেমনি শ্রমিকদের কথাও বলেছেন। ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতার পর এবং ব্রিটিশ আমলের শেষভাগে শ্রমিকদের করুণ অবস্থা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সনে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের (ইপরেল) এর সভাপতি হন। মওলানা ভাসানী এ পদে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলায় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সেক্টরে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নেতারা এই পর্যায়ে গঠন করেন 'ইন ল্যান্ড ওয়াটার ট্যান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। এই সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর অবদান ছিল। তিনিও এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর সাধারণ সম্পাদক হন কাসিম উদ্দিন আহমেদ।

১৯৫৩ সনের দিকে 'আদমজী জুট মিলস ইউনিয়ন' গঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনটি রেজিস্ট্রেশন পায়। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের পর, কমিটির বর্ধিত সভায় মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১২ই মের সভায় তাকে সভাপতি হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালের পরে মওলানা ভাসানীর সহযোগিতায় কমরেড তোহা ও কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেডের উদ্যোগে "পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন" গঠিত হয় এবং তা বেশ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, মওলানা ভাসানীও তোয়াহা নেতৃত্বাধীন শ্রমিক নেতারা (এক কথায় বলা যায় কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বাধীন) "পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন" গঠনে অবদান রাখেন।

বাংলাদেশ সরকারের শ্রমনীতি (১৯৭২-৮০):

১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম শ্রমনীতি (লেবার পলিসি) ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর জনমনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। মানুষের মনে স্বাধীন জাতি হিসাবে দাঁড়ানোর বাস্তব আকাঙ্ক্ষা জাগে । শ্রমিকরা কাজে মনোযোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। কিন্তু কাজ না পাওয়ায় তারা হতাশা বিশৃংখলার মধ্যে নিপতিত হয়। দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এ বছর সরকার National Industrries Statutory Corporation. (Prohibition Of Strike and Unfair Labour Practices) Order ১৯৭২ প্রণয়ন করে। এটাও ছিল এক ধরনের কালাকানুন। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন কাজ বন্ধ হয়ে যায়, যৌথ দরকষাকষির অধিকার খর্ব হয়ে যায়। লক-আউট-ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে অসন্তোষ বাড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার তা প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭৩ সনে সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাস, চিকিৎসা-যাতায়াত-বাড়িভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশমালা গ্রহণ করে। এতেও কোন কাজ হয়নি। পুরো আওয়ামী লীগ শাসন (১৯৭৫ আগস্ট পর্যন্ত) জুড়ে শ্রমিক বিক্ষোভ ছিল। এতে অংশ নেয় প্রায় ১ লাখ ৬৪ হাজার শ্রমিক।

দ্বিতীয় শ্রমনীতি ঘোষিত হয় ১৯৮০ সনের ১লা মার্চ। এই শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্য হলো: ঘোষিত এই শ্রমনীতি অনুযায়ী শিল্প-বিরোধের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যৌথ দরকষাকষি করতে পারবে। শ্রমিকদের ধর্মঘটের

অধিকার দেয়া হয়। মালিকপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করতে পারবে। তবে ধর্মঘট ও লক-আউট কেবলমাত্র আইনসম্মত ব্যবস্থাদি ব্যর্থ হওয়ার পরই করা যাবে। এই নীতিতে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিক কলোনিগুলোকে আনা হয় ফ্যাক্টরি আইনের আওতায়। শ্রমিক দুর্ঘটনায় পতিত হলে তাকে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের যথাযথ নিরাপত্তা, বাসস্থান, যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই নীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু যেসব শ্রমিক সরকারের গোপনীয় কাজে ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত থাকবে তারা ঘর্মঘট করতে পারবে না। প্রয়োজনে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড মজুরি নির্ধারিত করতে পারবে। মজুরি কমিশন করা হবে। মজুরির অসঙ্গতি দূর করার জন্য 'স্থায়ী মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠনের সুপারিশ করা হয়।

শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনঃ

সরকারি সহায়তা-সুযোগ পেয়ে শ্রমিক লীগ প্রায় সর্বত্রই জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের (আবুল বাশার নেতৃত্বাধীন) মুখোমুখি অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণ। শ্রমিক লীগ সে সময় যে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কাজের গোড়াপত্তন করল, তা অদ্যাবধি পর্যন্ত অব্যাহত আছে। জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন চেষ্টা করল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ধরে রাখার জন্য। শ্রমিক লীগ চেষ্টা করল সরকারি রাজনীতি-অর্থাৎ আওয়ামী রাজনীতি শ্রমিক ফ্রন্টে ধরে রাখার জন্য।

১৯৭২ সনের ডিসেম্বর (২৪ তারিখ) শ্রমিক লীগ বিভক্ত হয়ে যায়। একাংশের নেতৃত্ব ছিল আওয়ামী লীগপন্থীদের হাতে, অপরাংশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক পতাকাতলে দাঁড়ায়। নেতৃত্ব দেন এম এ জলিল ও আসম আব্দুর রব। ১৯৭৩ সনের সম্মেলনে এই অংশের নেতৃত্বে আসেন মোহাম্মদ শাহজাহান ও রুহুল আমিন ভুঁইয়া। পরে তারা নাম পাল্টিয়ে রাখেন "জাতীয় শ্রমিক জোট"।

১৯৭৩ সনে কাজী জাফর নেতৃত্বাধীন "বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের" একটি অংশ আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের অঙ্গীভূত হল। ১৯৭৭ সনে উক্ত ফেডারেশনের সভাপতি হন আবুল বাশার ও সাধারণ সম্পাদক হন শফিকুর রহমান। সংগঠনটি পরবর্তীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একাংশের নেতৃত্ব দেন আবুল বাশার ও আয়ুবুর রহমান। আরেক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন শফিকুর রহমান ও বেলায়েত মুজমদার।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হয়। খোন্দকার মুশতাক ক্ষমতাসীন হলেও কয়েক মাসের মধ্যে তারও পতন ঘটে। ক্ষমতায় বসেন জিয়াউর রহমান। আগস্টের পটপরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যায়। সিকিউরিটি স্টাফ, কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড এর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করা হয় সামরিক আইনের বলে। এ ছাড়া খর্ব করা হয় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। সিবিএ নির্বাচন স্থগিত করা হয় ইত্যাদি।

১৯৭৫ সনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় শ্রমিক লীগ ভেঙে যায়। একাংশের নেতৃত্ব দেন আবদুর রহমান। আরেক অংশের নেতৃত্ব দেন আলীম উদ্দিন-মাহবুবুল আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সংগঠন আবারও বিভক্ত হয়ে পরিণত হয় দু'টি গ্রুপে ফজলুল হক মন্টু গ্রুপ ও হাবিবুর রহমান সিরাজ গ্রুপ। ১৯৯০ সনে উভয় গ্রুপ আবার ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৭৭ সনে জিয়াউর রহমান সরকার এক আদেশে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়। আবার রেজিস্ট্রেশন প্রদান শুরু হয়, সিবিএ নির্বাচনের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়। এই সময় সেক্টর করপোরেশন ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নিষিদ্ধ থাকে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ। এ বছরেই সরকার শিল্প অধ্যাদেশ সংশোধন করে। এই সংশোধনীতে বলা হয়, ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পেতে হলে কমপক্ষে ৩০ ভাগ শ্রমিকের সমর্থন থাকতে হবে। রেজিস্ট্রিকরণ ছাড়া কোনো শ্রমিক ইউনিয়ন কিংবা মালিক সমিতি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ চালাতে পারবে না।

১৯৭৮ সনে জিয়াউর রহমান সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন নং ১৪৪ অনুমোদন করে-অর্থাৎ ত্রিপক্ষীয় আলোচনার বিষয়টি মেনে নেয়া হয়। এই বছরের ২৩ শে সেপ্টেম্বর ত্রিপক্ষীয় আলোচনা কমিটি গঠন করে সরকার। ১৯৭৯ সনের ২৭ শে সেপ্টেম্বর সরকার ১৯৭৫ সনের এমারজেন্সি পাওয়ার রুলস প্রত্যাহার করে নিলে ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

১৯৭৯ সনের এপ্রিলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আনুকূল্যে গড়ে ওঠে "জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল"। এই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে ইসকেন্দার আলী ও নজরুল ইসলাম খান। ১৯৮০ সনে জিয়া সরকার শ্রমনীতি ঘোষণা করে। ১৯৮১ সনে সামরিক বাহিনীর একাংশের হাতে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন। ক্ষমতায় আসেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। ১৯৮২ সনের মার্চে লে. জে. এরশাদ সামরিক শাসন জারি করেন, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৮২ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনে যৌথভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করার কথা নেতারা ভাবতে থাকেন। ফলে ১৯৮৪ সনে "শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ" অর্থাৎ স্কপ গঠিত হয়।

১৯৯০ সনে এরশাদ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯৯১ সনের নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বিএনপি সরকার। জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল সরকারের সহায়তা লাভ করে এবং তাদের সাংগঠনিক উন্নতি ঘটে শনৈ শনৈ। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের বেসিক ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৮টি অর্থাৎ বেড়েছে ১৭৩টি, যার সদস্য সংখ্যা ২ লাখ ৯ হাজার ৭৪৮ জন। একই অবস্থা ঘটেছে ১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণে। মোটকথা শ্রমিক রাজনীতিতে, দলীয় রাজনীতি ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে গ্রাস করেছে, বলা যায় শ্রমিকশ্রেণীকে লুম্পেনে পরিণত করেছে। এ খেসারত শ্রমিক শ্রেণীকে নিতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিতে হবে। এতে শ্রমিক শ্রেণী নয়, প্রকৃতপক্ষে লাভবান হচ্ছে বুর্জোয়ারাই।

চলবে...

লেখকঃ কেন্দ্রীয় সধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কৃষিতে ইসলামের অবদান

কৃষিবিদ মোঃ রাকিব হাসান

পূর্বের সংখ্যার পর..

ইসলামী আইনে জীবজন্তুদেরকে খাদ্য প্রদান করলে তার জন্য পুরস্কার

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একদা এক লোক রাস্তায় চলতে চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করলো। কূপ থেকে উঠে সে দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি চাটছে। সে ভাবলো, আমার যেরূপ পিপাসা পেয়েছিল কুকুরটিরও অনুরূপ পিপাসা পেয়েছে। সে আবার কূপের মধ্যে নামলো এবং পায়ের মোজায় পানি ভরে তা মুখে কামড়ে ধরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজে খুশি হয়ে তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব প্রাণীর সেবা করলেও আমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বললেন, প্রতিটি জীবিত প্রাণীর সেবার জন্য সওয়াব আছে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৫০)

আর খাদ্য প্রদান না করে কষ্ট দিলে শাস্তির ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে-

আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ এক স্ত্রী লোককে একটি বিড়ালের জন্য আযাব দেয়া হয় এ জন্য যে, সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল, পরিশেষে সে-টি মারা গেল। যার জন্য সে জাহান্নামে গেল। যে মেয়ে লোকটি বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছে, নিজেও পানাহার করায়নি আর সেটিকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে জমিনের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে।

(সহিহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৭৪৫)

২. জীবজন্তু পবিত্র অবস্থায় ভক্ষণ করা : জীবজন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হয় তাহলে অবশ্যই সুস্থ সবল অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে। কেননা খাদ্য যদি পূত-পবিত্র না হয়, তবে তা শরীরে জন্যও ক্ষতির কারণ হবে এবং তার দ্বারা মানবিক তৃপ্তিও আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে রাসূলগণ, পবিত্র আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (সূরা মু'মিনুন : ৫১)

'ত্বায়িবোতি' এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এখানে 'ত্বায়িবোতি' অর্থ পবিত্র, হালাল, সুস্বাদু ও বৈধ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ করো না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, অতএব আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (সূরা আন-নাহল:১১৪)

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেনঃ হে মানবজাতি!

পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারাহ :১৬৮)

জীবজন্তু যবেহ এর সময় অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। (আল হাজ্জ : ৩৪)

ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে, যাতে জন্তুটির কষ্ট কম হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হতে পারে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫১৬৭)

আর শিকারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর মাধ্যমে শিকার করতে হবে। (সূরা মায়েদা : ৪)

প্রশিক্ষিত শিকারি জন্তুর শিকার করাঃ পশু-পাখি দুটি শর্ত সাপেক্ষে খাওয়া হালাল বা বৈধ

(ক) শিকারে প্রেরণ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে।
(খ) শিকারি পশু শিকার করা জিনিস (পশু বা পাখি) মালিকের জন্য রেখে দিবে এবং তার অপেক্ষা করবে; নিজে তা ভক্ষণ করবে না।
যদিও সে শিকারকৃত পশু বা পাখিকে মেরে ফেলেছে, তবুও তা খাওয়া হালাল এই শর্তে যে, সে যেন শিকারের ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তাকে প্রেরণ করার সময় তার সাথে অন্য কোন পশু শরিক না থাকে। (সহীহ বুখারী 'যবেহ' অধ্যায় ও সহীহ মুসলিম 'শিকার' অধ্যায়)
যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা আর জীবন ধারণের জন্য মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক, তাই ইসলামে খাদ্যবস্তু গ্রহণ সম্পর্কে নীতিমালা রয়েছে। শাক-সবজি ও ফলমূল, মাছ অথবা সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে ইসলামে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই।
হালাল-হারামের বিধান মূলত প্রদান করা হয়েছে জীবজন্তুর গোশত সম্পর্কে। হালাল জীবজন্তু ও পাখির গোশত আহার করা প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নীতিমালা দিয়েছে। এখানে পবিত্র শব্দটি দ্বারা স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বোঝা হয়েছে। পচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র নয়। এতে বোঝা যায় যে, পবিত্র শব্দটি দ্বারা আল্লাহ চান যেন আমরা কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আহার করি, যা আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য সহায়ক হবে।
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন: নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৫০)
মহান আল্লাহ তাআলা যেভাবে পবিত্র বস্তু গ্রহণ করতে বলেছেন, ঠিক সেভাবে অপবিত্র বস্তু পরিহার করতে বলেছেন। (সূরা মায়েদা : ৩) কেননা অপবিত্র বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায় (ভক্ষণ করা হারাম)। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৮৬০)
৩. ভ্রমণের সময় জীবজন্তুর প্রতি খেয়াল রাখা: মানবজাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ভ্রমণ করতে হয়। আর বাহন ব্যতীত ভ্রমণ চিন্তা করা যায় না। আর আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতির বাহনের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। (সূরা আন নাহল: ৭, ইয়াসিন: ৭২)
ভ্রমণে অনেক সময় সাথে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় না থাকার কারণে কষ্ট হয়ে থাকে। মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন উটকে তার হক দান কর। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত মরুপ্রান্তরে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৭১)
রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন: যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা আদায় করতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ভূমি দিয়ে পথ চল তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাত যাপনের জন্য অবতরণ করবে

“

জীবজন্তু আল্লাহর
পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য
রহমতস্বরূপ।
যদি তাদের থেকে উপকার
গ্রহণ করতে হয় তাহলে
অবশ্যই সুস্থ সবল অবস্থায়
গ্রহণ করতে হবে।
কেননা খাদ্য যদি
পূত-পবিত্র না হয়,
তবে তা শরীরে জন্যও ক্ষতির
কারণ হবে এবং
তার দ্বারা মানবিক তৃপ্তিও
আসবে না।
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ
ইরশাদ করেন,
হে রাসূলগণ,
পবিত্র আহার করুন এবং
সৎকাজ করুন। আপনারা যা
করেন সে বিষয়ে আমি
পরিজ্ঞাত।

(সূরা মু'মিনুন : ৫১)

”

তখন পথে মঞ্জিল করবে না। কেননা, তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীদের রাতের আশ্রয়স্থল। (মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৮)

সফরে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হবে। আর যদি সাথে কোন জীবজন্তু থাকে তবে তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৫৩)

৪. জীবজন্তুর প্রাপ্য আদায়ের পর তাদের ব্যবহার করা: আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব পৃথিবীতে সকল সৃষ্ট জীবের প্রাপ্য পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা। আর ঠিক তেমনি ভাবে জীবজন্তুকেও তাদের প্রাপ্য প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। (সূরা আন নাহল : ১০)

প্রাচীনকাল থেকে জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতি তাদের যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণ করে আসছে। তাদের হক আদায় করার মাধ্যমে প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করা যাবে। যানবাহন ব্যবহারের যেমন বিধি রয়েছে (ফিটনেস, ট্যাক্সটোকেন, রোডপার্মিট, চালকের লাইসেন্স, জ্বালানি সরবরাহ, অতিরিক্ত মালামাল বহন না করা), তদ্রূপ জীবজন্তুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করে ও অতিরিক্ত মালামাল না চাপিয়ে অনুকূল পরিবেশ তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৬৮)

৫. জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া নিষেধ: জীবজন্তু আল্লাহ তাআলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানবজাতি তাদের থেকে কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি কষ্টও দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জীবকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে অন্য কাজে বাধ্য করে কষ্ট দেয়া নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাঁকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে চেয়ে বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল চাষের জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হয়ে উঠল এবং তারা বলল সুবহানাল্লাহ! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, উমরও বিশ্বাস করে। (মুসলিম, হাদীস নং-৬৩৩৪)

“
আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি
গাভীকে হাঁকাচ্ছিল।
গাভীটি লোকটির দিকে চেয়ে বলল,
আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা
হয়নি,
আমার সৃষ্টি তো হাল চাষের জন্য।
লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হয়ে
উঠল এবং তারা বলল সুবহানাল্লাহ!
গাভী কথা বলে?
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা আমি
বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, উমরও
বিশ্বাস করে।
(মুসলিম, হাদীস নং-৬৩৩৪)
”

জীবজন্তুর মাঝে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য যে সকল কল্যাণ রেখেছেন তার মাঝে দুধ অন্যতম। (আল-কুরআন, ২৩:২)

কিন্তু মানবজাতি অতি মুনাফার লোভে জীবজন্তুর স্তনে দুধ জমা করে রেখে তাদের কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে দুধ জমা করে রাখতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাফেলার সাথে আগেই গিয়ে দেখা করা যাবে না। তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। খরিদের উদ্দেশ্যে ছাড়া দরদাম করে মালের মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীতে গিয়ে লোকের থেকে ক্রয় না করে। আর উট ও বকরির স্তনে দুধ জমা না রাখে। এ অবস্থায় কেউ তা ক্রয় করলে সে দুধ দোহনের পরে দুটি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভালো মনে করবে, তাই ইখতিয়ার করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে তা রেখে দেবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দেবে এক সা খেজুরসহ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৯০)

জীবজন্তু নির্বোধ, কিন্তু মানবজাতির বোধ থাকা সত্ত্বেও নির্বোধের মত আচরণ করে থাকে। তাদেরকে প্রহার করে কষ্ট দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৬৭২)

অনেকেই আবার বিনা কারণে জীবজন্তুর ওপর মালামাল বোঝাই করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। সমাজে দেখা যায় যে, অনেক জীবজন্তু একই সময়ে যবেহের প্রয়োজন

হলে তাদের বেঁধে ফেলে রাখা এবং তাদের একের সম্মুখে অন্যটিকে যবেহ করা হয়। আবার অনেক সময় যবেহ এর পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে জীবজন্তুকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়, তারপর চাকুতে ধার দেয়া হয় ও যবেহকারী মনোনয়ন করা হয়। এভাবে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন; তোমাদের কেউ যবাই করার সময় যেন দ্রুত যবাই করে। (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৩১৭২)

৬. জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ করা নিষেধঃ জীবজন্তু আল্লাহর অন্যতম একটি সৃষ্টি। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির বিভিন্ন কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। তাদের থেকে উপকৃত হতে হলে তাঁর বিধান অনুযায়ী উপকার লাভ করতে হবে। কিন্তু মানবজাতি অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুশি পূরণের জন্য এমন কাজ করে, যা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়। তারা জীবজন্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাদেরকে কষ্ট দেয়। ইসলাম জীবজন্তুর প্রতি এরূপ আচরণ হারাম করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, (শয়তান বলে) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব।

যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (সূরা আন নিসা : ১১৯)

"ওমাই ইয়াত্তা খিজিস সাইত্বান" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শয়তানকে যে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, (জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ করে) সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার আনুগত্য ও আল্লাহর আনুগত্য কখনই সম্মিলিত হতে পারে না। শিরক মিশ্রিত ইবাদত কস্মিনকালেও আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবার নয়। 'ফাকাদ খাছিরা খুছরা নামমুবিনা' অর্থাৎ শিরক এর কারণে তারা তাদের আসল সম্পদ ঈমান হারিয়ে ফেলবে এবং জান্নাতের বদলে প্রবিষ্ট হবে জাহান্নামে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন। (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৩১৮৫)

এ প্রসঙ্গ তিনি আরো বলেন, উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘোড়ার পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হলো মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের কাপড় এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৪৪)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আদি ইবনে সাবিত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) লুটতরাজ ও পশুর অঙ্গহানি ঘটাতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫১৯৭)

৭. জীবজন্তুর পরস্পরের মাঝে লড়াই লাগানো নিষেধঃ আল্লাহ তাআলা গৃহপালিত জীবজন্তুকে মানবজাতির অধীন করে সৃষ্টি করে তাদের কল্যাণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানবজাতি তাদের কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি অকল্যাণের দিকেও ঠেলে দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে তাদের মৃত্যুও হয়ে থাকে। ইসলাম এহেন কর্ম হারাম করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ (তা ব্যতিক্রম), যে জন্তু যজ্ঞবেদিতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব গোনাহের কাজ।
(সূরা মায়েদা : ৩)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ বলেন, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়াশীল এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুকম্পা সম্পন্ন হয়ে উঠুক- শরিয়তের এটাই লক্ষ্য। মানুষ যেন জন্তুগুলোকে অসহায় করে ছেড়ে না দেয়। এ রকম যে, কোনটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল, আর কোনটি উঁচু স্থান থেকে পড়ে দিয়ে মরল, আর কোনটি অন্য জন্তুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিং এর গুঁতা খেয়ে মরে গেল, জন্তুর মালিক সে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্বই অনুভব করল না, তা আল্লাহ আদৌ পছন্দ নয়। জন্তুগুলোকে কেউ এমন নির্মমভাবে মারধর করে, যার ফলে সেটির মরে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জন্তুর লড়াই লাগিয়ে অনেকে আনন্দ পায় বা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। তাতে একটি জন্তু অপর জন্তুটিকে গুঁতিয়ে আহত ও রক্তরঞ্জিত করে দেয় ফলে আহত জন্তুটি নির্বাক যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। এই কাজও আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পশুদের লড়াই লাগাতে বারণ করেছেন।
(দাউদ, হাদীস নং-২৫৬৪)

এ প্রসঙ্গে মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রা.) চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পর লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। (বুখারী, হাদীস নং-১২৩২)

৮. জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা চালানো নিষেধঃ জীবজন্তু মানবজাতির ন্যায় আল্লাহর সৃষ্টি। মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলা এ অধিকার দেননি যে, তারা তাঁর সৃষ্টির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিবে। কেননা মানবজাতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রতিষেধক ও প্রসাধনী তৈরির জন্য জীবজন্তুর উপর বিভিন্ন প্রকার গবেষণা চালিয়ে থাকে। ফলে তারা নানাভাবে আহত ও কষ্টের শিকার হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ ও একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত জীবজন্তুর ওপর এরূপ পরীক্ষা চালাতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল : আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। (শয়তান বলে) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।
(সূরা আন নিসা : ১১৯)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)

জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়াশীল এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুকম্পা সম্পন্ন হয়ে উঠুক- শরিয়তের এটাই লক্ষ্য। মানুষ যেন জন্তুগুলোকে অসহায় করে ছেড়ে না দেয়। এ রকম যে, কোনটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল, আর কোনটি উঁচু স্থান থেকে পড়ে দিয়ে মরল, আর কোনটি অন্য জন্তুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিং এর গুঁতা খেয়ে মরে গেল, জন্তুর মালিক সে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্বই অনুভব করল না, তা আল্লাহ আদৌ পছন্দ নয়। জন্তুগুলোকে কেউ এমন নির্মমভাবে মারধর করে, যার ফলে সেটির মরে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তার হক কি? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা। (নাসায়ী, হাদীস নং-৪৪৫৯)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা.) কিছু সংখ্যক কোরাইশ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। আর প্রত্যেক লক্ষ্য ভ্রষ্টতার কারণে তারা পাখির মালিকের জন্য একটি করে তীর নির্ধারণ করছিল। অতঃপর তারা ইবন উমর (রা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবন উমর (রা.) বললেন, কে এ কাজ করল? যে এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়। (মুসলিম, হাদীস নং-৫১৭৪)

৯. খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত জীবজন্তু হত্যা নিষেধঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য তাঁরই সৃষ্টিকুলের আরেক শ্রেণিকে উৎসর্গ করেছেন। তাই মানবজাতি তাদের খাদ্যের প্রয়োজনের জীবজন্তুকে যবেহ করে ভক্ষণ করতে পারে। (সূরা আল গাফির : ৭৯, আল হাজ্জ : ৩৬) কিন্তু খাদ্য ও নিরাপত্তা ব্যতীত ইসলামে জীবজন্তু হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ এ কারণেই আমি বনি-ঈসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, যে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নির্দশনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (সূরা মায়েদা : ৩২)

"মান কাতালা নাফছান" এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, রাস্তা কাঁটা, বৃক্ষ নিধন করা, বিনা প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা ও ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

১০. জীবজন্তু লালনপালন করাঃ আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। আর তাদের কর্তব্য, জীবজন্তুর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এ থেকে কল্যাণ আহরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের লালন-পালনের জন্য এবং খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করেছিলেন। যাকে হিমা "রক্ষা প্রতিরক্ষা, আশ্রয়, আশ্রয়স্থল বলা হতো। যেখানে পরিবেশ ও জীবজন্তু সংরক্ষণ করা হতো এবং জীবজন্তু অবাধে বিচরণ করতে পারত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, তিনি তা থেকে প্রস্রবণ বের করেন ও চারণভূমি সৃষ্টি করেন এবং পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের পশুসমূহের ভোগের জন্য।
(সূরা আন নাযিয়াত : ৩০-৩৩)

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তিনি সে মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীকে বিছানারূপে তৈরি করেছেন। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যোগাযোগ ও চলাচলের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর তিনিই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন। তারপর তাই দিয়ে নানা সবুজ শ্যামল শস্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তা খাও এবং তোমাদের

পশুগুলোকে তাতে চরাও। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে জ্ঞানীদের জন্য। (সূরা ত্ব-হা : ৫৩-৫৪)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। (সূরা আন নাহল : ১০)

ইসলামে কুকুর পোষা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু গৃহপালিত জন্তু রক্ষার জন্য তা জায়েয করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কিরাত সওয়াব হ্রাস করা হয়, তবে শিকারি কুকুর অথবা গৃহপালিত জন্তু রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ছাড়া। (নাসায়ী, হাদীস নং-৪৭৯৫)

১১. জীবজন্তুর চিকিৎসা করা: জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতি বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। (সূরা মু'মিন:৭৯-৮০) এবং তাদের সুস্থ-সবল রাখার দায়িত্ব মানবজাতির। তাই ইসলাম জীবজন্তুর চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫৫০)

পশু কুরবানির মাধ্যমে মানবজাতি বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। তাই কুরবানির পশু সুস্থ ও সবল রাখতে হবে। তাই তাদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) শিংবিশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট একটি মেষ কুরবানি করেন, যার মুখমন্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের ছিল। (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৩১২৮)

উল্লেখ্য যে, কুরবানির জন্যে যে পশুর প্রয়োজন তা লেংড়া, খোঁড়া, শিংভাঙা বা অসুস্থ হলে চলবে না। কুরবানির পশু হতে হবে সুস্থ, সবল এবং নিখুঁত। সুস্থ নীরোগ ও নিখুঁত হতে হলে প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যায়। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পশুর অসুস্থ হওয়া তো আরও স্বাভাবিক। যারা কুরবানি দিতে চায় বা কুরবানির জন্য পশু বিক্রি করে, তাদের এটা জানা প্রয়োজন, পশুকে কিভাবে সুস্থ এবং সবল করতে হয়, অসুস্থ হলে কি রোগে কি চিকিৎসা করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ পশু কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী, হাদীস নং-৪৪৫৯)

তাই মানবজাতির প্রয়োজনেই জীবজন্তুকে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে রোগমুক্ত করে সুস্থ-সবল রাখতে হবে।

১২. জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা: মানবজাতির ন্যায় সকল জীবজন্তু আল্লাহর পরিবারের সদস্য। তারা একে অপরের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। মানবজাতি জীবজন্তু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, খাদ্যের ব্যবস্থা, পরিধান ও পরিবহনের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। তাই তাদেরই প্রয়োজন পূরণের জন্য জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফস থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে: এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে; তিনি আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারপরও তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে। (সূরা আয যুমার : ৬)

এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হয়েছে, তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (সূরা আশ শুরা : ১১)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিভিন্ন সময়ে যদি কুরবানি করতে হয় তবে পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কুরবানি যেমন পুণ্য, কুরবানির কথা স্মরণ রেখে কুরবানির জন্য যবেহ উপলক্ষে পশুপালন করাও তেমনি পুণ্য। এতে যারা পশু বিক্রি করে তারাও পুণ্য অর্জন করবে। কারণ

> “
> আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল। তার হক কি? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা। (নাসায়ী, হাদীস নং-৪৪৫৯)
> ”

পশুপালন করা না হলে কুরবানির জন্য পশু পাওয়া যাবে না।
এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে হানি (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) তাকে বলেছেন, তুমি বকরি পালন কর। কারণ তাতে বরকত রয়েছে। (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-২৩০৪)
এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর জন্য পশু যবাই করতে ছুরি নিলো। আল্লাহর রাসুল (সা.) তাকে বললেন, সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাই করবে না। (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৩১৮০)
১৩. জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করা: মহান আল্লাহ জীবজন্তু থেকে উপকার গ্রহণের পাশাপাশি মানবজাতিকে তাদের নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা মানবজাতি থেকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থা থেকে উপকার লাভ করে থাকে। তাই তাদের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, তাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ও নতুন নতুন প্রজাতির আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় আছে পশু-সম্পদে। তোমাদের আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তা থেকেই তোমরা গোশত আহার কর। (সূরা মুমিনুন : ২১)
"ওয়া ইন্নালাকুম ফিল আনআমি" এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে 'ইবরাতা' অর্থ শিক্ষণীয় নিদর্শন, দলিল-প্রমাণ, যা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় কিছু নেই। তাই আল্লাহ তাআলা এখানে 'ইন্না' বা অবশ্যই অব্যয় ব্যবহার করেছেন। শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের প্রতি। অতঃপর 'লাকুম' তোমাদের জন্যে। অর্থাৎ সকল মানুষের চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি আরো ইরশাদ করেন: অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। (সূরা আন নাহল : ৬৬)
আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের গবাদিপশু আছে। এগুলোর মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা এগুলোর মান উন্নত করা যায়। উল্লেখ্য যে, দুগ্ধ যে শুধু সুস্বাদু তা নয়, বিশুদ্ধও। কিভাবে পশুর দেহে দুগ্ধ সৃষ্টি হয়, এ সম্পর্কে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে গবেষণা করা অবশ্যই মানুষের কর্তব্য। আল-কুরআনে বহু বিষয়ের সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে মানুষ তাদের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে। আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাঝে যে সকল উপকার রেখেছেন তা গ্রহণ করতে হলে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের কোন প্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট না দিয়ে উপকার গ্রহণ করতে হবে। যার মাধ্যমে মানবজাতি নিজেদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাদের থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। এই আলোচনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে শুধু মানুষের অধিকারই নিশ্চিত করা হয়নি বরং সকল জীবজন্তুর অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। (সমাপ্ত)

লেখক: কৃষিবিদ ও গবেষক

> মানবজাতির ন্যায় সকল জীবজন্তু আল্লাহর পরিবারের সদস্য। তারা একে অপরের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। মানবজাতি জীবজন্তু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, খাদ্যের ব্যবস্থা, পরিধান ও পরিবহনের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। তাই তাদেরই প্রয়োজন পূরণের জন্য জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

আত্মকর্মসংস্থান

কাজী আবুল বাশার

ইসলাম জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতাকে ঘৃণা এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টাকে ইবাদত বলে গণ্য করে। ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে- "হালাল পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজ ইবাদতের পর আরেকটি ফরজ ইবাদত। জীবিকা অন্বেষণে মানুষ যদি মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তবে মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে মানুষেরই পূজা করতে শুরু করবে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান তার বান্দারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করুক। তাই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে শারীরিক সক্ষমতা দান করেছেন, শুধু তাই নয় সাথে দিয়েছেন অসংখ্য উপায়-উপকরণও। মূলত আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবিকা সৃষ্টি করেই রেখেছেন। শুধু মানুষ একটু প্রচেষ্টা পরিশ্রম আর কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশিত পথে সেগুলো ব্যবহার করবে এটাই তার দায়িত্ব। নিজের বিবেক বুদ্ধি বিচার-বিশ্লেষণ ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আশপাশের বিভিন্ন উৎসকে ব্যবহার করে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অন্বেষণের ব্যবস্থাই হলো আত্মকর্মসংস্থান।

আর এই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একদিকে যেমন অনেক বেশি উপার্জন করা সম্ভব তেমনি অন্যের দাসত্ব না মেনে নিজের মতো করে বাঁচা সম্ভব। একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আর এক্ষেত্রে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টিই মানুষের জীবিকার একেকটি মাধ্যম। যেমন আমরা এসব পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি–

১) সকল প্রকার চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলি ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে কর্মী সমর্থক ভাইদের আবেদন করার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

২) প্রয়োজন মত সময়োপযোগী কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে গ্রুপ করে কোনো ব্যবসা দাঁড় করার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

৩) কোন পরিচিত জন থাকলে তার প্রতিষ্ঠানে কাজের সুবিধা করা যেতে পারে।

৪) মূলধন জোগান দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সাহায্য করা যেতে পারে।

৫) যাকাতদাতাদের উৎসাহ দিয়ে কোন ভাইকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন রিকশাভ্যান/ চায়ের দোকান/ ছোট কোন মুদি দোকান / কাঁচামালের দোকান ইত্যাদি।

৬) বায়োফ্লক কিংবা পতিত জলাশয় ব্যবহার করে মাছ চাষের মাধ্যমেও আত্মকর্মসংস্থানের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

৭) জমিনে কৃষি কাজের মাধ্যমে, হাঁস-মুরগি পশুপাখি পালনের মধ্য দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমুখী করা যেতে পারে।

৮) আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা ইচ্ছে করলে ছোট বড় চাকরি দিয়েও সাহায্য করতে পারে।

৯) মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ভাইকে কর্মসংস্থানের সাহায্য করা যেতে পারে।

১০) যাকাত কিংবা এককালীন সাহায্য হিসেবে দেশী বিদেশী ভাইদের থেকে কালেকশনের মাধ্যমে মূলধন যোগান দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ সৃষ্টিতে সহযোগিতা রাখা যেতে পারে।

১১) বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

১২) এ ছাড়াও বর্তমানে টেলি মার্কেটিংয়ের মাধ্যমেও ভালো একটা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ বলেই দিয়েছেন- "নামাজ শেষে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক অন্বেষণ করো। (সূরা জুমুয়া-১০)। এ ছাড়াও সূরা আন-নাহলে আল্লাহতাআলা আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এভাবে- "আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতবস্ত্র তৈরির উপকরণ ও অন্যান্য উপকারিতা এবং তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ করতে পারো। সকাল সন্ধ্যায় এগুলিকে চারণ ভূমিতে আনা নেয়ার মধ্যে থাকে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য। এসব পশু তোমাদের পণ্যের বোঝা বহন করে শহর থেকে শহরে। তিনি ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বাহন ও সৌন্দর্যের জন্য। তিনি সেই সত্তা যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যা থেকে তোমরা পান করো এবং তা থেকেই তোমাদের পশুপালনের জন্য উৎপন্ন হয় গাছপালা, তরুলতা। তা থেকেই আল্লাহ উৎপন্ন করেন শস্য, জয়তুন, খেজুর, আঙুর ও সবধরনের ফল। তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন তোমরা তা থেকে খেতে পারো তাজা মাছ, বের করে আনতে পারো পরিধানের জন্য অলংকারাদি। চতুষ্পদ

জন্তুর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা, আমি তার ভিতরে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ বের করে তোমাদের পান করাই। (সূরা নাহল) এভাবে কোরআনের অসংখ্য আয়াতে মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বাতলে দেয়া হয়েছে। খুব সহজেই এসব মাধ্যমকে ব্যবহার করে আমরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি এবং কোরআন সুন্নাহর আলোকে একটি পরিকল্পিত জীবন বিধান গড়ে নিতে পারি।

হাদিসের একটি বিশাল অংশজুড়ে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তাই ব্যবসা হলো জীবিকা নির্বাহের একটি ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতি। তাই আমাদের উচিত কোরআন সুন্নাহর নির্দেশিত এসব মাধ্যম ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা। অন্যের ওপর নির্ভর করে বোঝা হওয়া মুসলিমের কাজ নয়। ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে– "তোমরা নিজের কাজ নিজে করো, নিজেই নিজের জীবিকা অন্বেষণ করো, অন্যের ওপর নির্ভরশীল ও বোঝা হয়ো না। ইসলাম অন্যায়ভাবে কোন কিছু করাকে যেমন কঠোরভাবে নিষেধ করে তেমনি নিজে কর্মক্ষম হয়েও অন্যের কাছে হাত পাততে নিরুৎসাহিত করে।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। এজন্যই ইসলাম চায় মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং নিজের শারীরিক শক্তি কাজে লাগিয়ে তার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করুক। আল্লাহ তাআলা বলেন- "মানুষ যতটুকু চেষ্টা করবে ততোটুকুই পাবে।" (সূরা নজম-৩৯)

"কোন জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা যতক্ষণ করবে না আল্লাহ তাআলা ততোক্ষণ তার অবস্থার পরিবর্তন করেন না।" (সূরা রাদ)

আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসুলদের জীবনী পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যায় তারা সকলেই পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) মেষ চরাতেন। হযরত মুসা (আ.) দীর্ঘ ১০ বছর অন্যের মেষ চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। দাউদ (আ.) লোহা গলিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করতেন। ইসলাম জীবিকা নির্বাহের যেকোনো হালাল পেশাকেই তুচ্ছ মনে করে না।

রাসূল (সা.) বলেন- "অন্যের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করার চেয়ে বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করো। এতে আল্লাহ তোমার মর্যাদা রক্ষা করবেন। ভিক্ষার পরিবর্তে আত্মকর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করতে হয় কিভাবে তা রাসূলই আমাদের শিখিয়েছেন। একদা এক ভিক্ষুক নবীর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে তা না দিয়ে তার শেষ সম্বল কম্বল আর বাটি বিক্রি করে তাকে তা দিয়ে এক দিরহাম খেতে আর বাকি দিরহাম দিয়ে কুঠার কিনে তা দিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে নিজের উপার্জন করতে বলেছিলেন। এ হাদিসটি আমরা কম বেশি সকলেই জানি।

তিনি আরো বলেছিলেন- "জেনে রাখো তিন শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয়–

১) এমন দরিদ্র ব্যক্তি যাকে দরিদ্রতা মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে।

২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

৩) সেই ব্যক্তি যার ওপর রক্তপণ ওয়াজিব হয়েছে।"

ভিক্ষাবৃত্তির জঘন্য পরিণতি বর্ণনা করে রাসূল (সঃ) বলেছেন- "যারা মানুষের কাছে সর্বদা হাত পাতে কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে তাদের মুখে গোশত থাকবে না।" (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "যে সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে সে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ভিক্ষা করে।"

ইসলাম আত্মকর্মসংস্থানকে এতো গুরুত্ব দিয়েছে। তাই আমরা ইচ্ছা করলেই কোন রকম ঝুঁকি ছাড়াই খুব সহজেই আল্লাহর সৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হালাল পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করতে পারি।

তাই ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জন এবং দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় একজন ব্যক্তির চাকরির আশায় বেকারত্ব বরণ না করে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়া উচিত। এতে করে তরুণসমাজ নানা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত না থেকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণ সমাজকে কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। আশার বাণী হলো বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই আমরা মানবতার সেবায় অংশ নিতে পারি এবং বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে ভূমিকা রাখতে পারি। এতে করে ঐসব পরিবার যেমন আমাদের এই সহযোগিতার কথা মনে রাখবে এবং আমাদের জন্য দোয়াও কামনা করবে এটাই বিশ্বাস। আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সেবার মানসিকতা তৈরি হবে এবং আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের একটি অভূতপূর্ব সুযোগও গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে এবং কোরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়তে আল্লাহ আমাদের সহযোগিতা করুন। তাহলেই দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। এতে দুনিয়ায় যেমন শান্তি, তেমনি আখিরাতেও রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন।

লেখক : কেন্দ্রীয় কর্ম-সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কবিতা

তুমি আমার স্বাধীনতা

আশীষ মাহমুদ

স্বাধীনতা
তুমি আমার স্বাধীনতা
আমার মাতৃভাষায় কথা বলার
একগুচ্ছো অধিকার

স্বাধীনতা
তুমি আমার স্বাধীনতা
আমার গল্প গানে
দেশত্ববোধের অঙ্গিকার

স্বাধীনতা
তুমি আমার স্বাধীনতা
আমার ভায়ের রক্তে ভেজা
সাদা শার্টের অমর স্মৃতি কাব্য

স্বাধীনতা
তুমি আমার স্বাধীনতা
আমার চির সবুজের মাঝে
লাল বৃত্তের রক্তিম সূর্য

স্বাধীনতা
তুমি আমার স্বাধীনতা
আমার মুক্ত নিঃশ্বাসে
স্বপ্নিল দেশ গড়ার বিশ্বাস

বিবেকের স্বাধীনতা

দীল আফরোজ

স্বাধীনতার মানে যা খুশি
তা করার নাম নয়
স্বাধীনতার শুধু জীবনকে
রাঙানোর স্বপ্ন যেনো হয়।
স্বাধীনতা পেয়ে আজকে যারা
হয়েছে বল্গাহারা
সুন্দর জীবনটা ধ্বংস করে সর্বশান্ত তারা।

স্বাধীনতা মানে যদি স্বাধীকার হয়
সে অধিকার পাওয়ার প্রচেষ্টা
গর্বের বিষয়।

স্বাধীনতা মানে অন্যায়ের কাছে
মাথা নোয়ানো নয়
স্বাধীনতা ন্যায় প্রতিষ্ঠার
সংগ্রাম যেনো হয়।

বিবেকের স্বাধীনতা দিয়েই প্রভু
পাঠালেন এ ধরায় মানব শিশু।
বিবেক বুদ্ধি আর জ্ঞান দিয়ে
জয় করিবে সে বিশ্বটাকে
হকের পথে সে বিলাবে জীবন
সফল হবে তার মানব জীবন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সদস্য ও কর্মী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির বিশেষ চিঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অফুরন্ত মেহেরবানীতে সুস্থ থেকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) উদ্বেগজনক সংক্রমণ ও তা থেকে নিরাপদ থাকার কঠিন অবস্থার প্রেক্ষাপটে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। রাসূলুল্লাহ সা. এ মাসকে শাহারুন মোবারক তথা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূলভিত্তি তাকওয়াপূর্ণ জীবন গঠনের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন মাজিদের সূরা আল বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাস হলো মাহে রমজান। মানব সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, জনকল্যাণ মূলক ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। সাওম বা রোজা যেমন ক্ষুধায়-কাতর দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষা দেয় সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি। আর প্রেরণা জোগায় শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমূলক একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায়। এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

রমজান মাস এত বেশি বেশি মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কুরআন যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" প্রকৃতপক্ষে আল কুরআনই হলো মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথ নির্দেশক। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে এ কুরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোন জাতিকে অধঃপতিত করেন।" সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কুরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন করা, বুঝা ও কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কুরআনের বিধিবিধান জানা, বুঝা ও ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এ কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জ্ঞানার্জন, আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের কাজে সময় অতিবাহিত করা এবং আসন্ন রমজান মাসে নিম্নে উল্লেখিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি-

ক. অধ্যয়নমূলক:

১. আল কুরআন- তাফহীমুল কুরআন ১৮ ও ১৯ খন্ড, সূরা আল বাকারা ১৮৩-১৮৫ নং আয়াত, পুরো কুরআন অন্তত একবার অর্থসহ তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা।

২. আল হাদিস- তাহারাত, সালাত, সিয়াম ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত অধ্যায়।

৩. সাহিত্য- ১. নামায-রোজার হাকীকত ২. যাকাতের হাকীকত ৩. হেদায়াত ৪. ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী

৫. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি ৬. ইসলাম পরিচিতি ৭. ইনফাক ফি-সাবিলিল্লাহ ৮. ইসলামী শ্রমনীতি

৪. তা'লিমুল কুরআন- সহীহ তিলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থাকে পারিবারিকভাবে, মসজিদ ভিত্তিক, পাড়া ও মহল্লা কেন্দ্রিক ব্যাপক রূপ দেয়ার চেষ্টা করা।

৫. মৌলিক বিষয়ে বাছাই করা আয়াত ও হাদিস মুখস্থ করা।

খ. অনুশীলনমূলক:

১. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যথাযথ উপায় অবলম্বনের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা।

২. মাহে রমজানে পরিবার-পরিজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযথ মর্যাদায় সিয়াম পালন করা।

৩. জামায়াতের সাথে ফরয সালাত ও তারাবীহ আদায় করা।

৪. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে তিলাওয়াতে কুরআনের দুর্লভ সুযোগ কাজে লাগানো।

৫. আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা ও তাঁর সাহায্য লাভে কাতর কণ্ঠে দোয়া করা।

৬. নেতৃবৃন্দসহ সকল মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য বেশি বেশি আল্লাহর দরবারে ধরণা দেয়া।

৭. সদস্য, কর্মী, সাধারণ সদস্য বৃদ্ধির কাজ এ মাসে অন্য মাসের তুলনায় ব্যক্তিকে অধিক সাওয়াবের অধিকারী করবে। তাই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায় এবং অধিক পুরস্কার লাভের আশায় এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হওয়া।

৮. পারিবারিকভাবে বা পারিবারিক ইউনিটের উদ্যোগে পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ইফতারির আয়োজন করা।

৯. পরিস্থিতির আলোকে সাংগঠনিকভাবে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা।

১০. বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করা। এ ক্ষেত্রে মজলুম ভাই-বোন, করোনা ভাইরাসের কারণে দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমজীবী মানুষ ও নিকট আত্মীয়দের প্রতি খেয়াল রাখা।

১১. হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জিঘাংসা ও নৈরাজ্যের বিষ ছড়ানোর মোকাবিলায় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের জান্নাতি আবহ তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

রমজান মাসে ছাহেবে নেছাব অর্থাৎ ধনী লোকেরা যাকাত আদায় করে থাকেন। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত যাকাত প্রদানের ৮টি খাত হলো- ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফির। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সমাজ কল্যাণমূলক খাতকে আরো গতিশীল করার জন্য যাকাত আদায়ের কাজকে মজবুত করতে হবে। তাই যাকাত প্রদান ও সংগ্রহের ব্যাপারে শাবান মাসে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে তালিকা তৈরি ও টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়ে রমজান মাসে যাকাত সংগ্রহ করতে হবে। যাকাত দাতা সদস্যগণ যাকাতের ৫০% ফেডারেশনের কল্যাণ ফান্ডে জমা দিবেন। উপদেষ্টা সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে স্ব-স্ব শাখার কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে হবে। মহানগরী/জেলা/উপজেলা/থানা সংগঠন যাকাত আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আদায়কৃত যাকাতের নির্ধারিত নেসাব কেন্দ্রে জমা দিবেন।

আসুন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আমরা সবাই দোয়া করি, যেন বৈশ্বিক মহামারি "করোনা ভাইরাস" সংক্রমণ থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীকে মুক্ত করেন। আর উপরোক্ত অধ্যয়ন ও অনুশীলনমূলক কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন এবং রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানকে যথাযথ মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করি।

আ.ন.ম শামসুল ইসলাম
সভাপতি

প্রকাশকাল: ২০২১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি

আমাদের আহবান

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আপনাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সময়ের পরিক্রমায় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র 'মাহে রমজান' আবারো আমাদের নিকট সমাগত। রাসূলুল্লাহ (সা:) এ মাসকে শাহারুন মোবারক তথা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূল ভিত্তি তাকওয়াপূর্ণ জীবনগঠনের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন মজিদের সূরা আল বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" সাওম বা রোজা যেমন ক্ষুধায়-কাতর দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, তেমনই শিক্ষা দেয় সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতির। আর প্রেরণা জোগায় শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার।

ইসলামপ্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

রাসূল সা. বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদ বা খুঁটির ওপর কায়েম আছে- ১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল ২. নামাজ কায়েম করা ৩. জাকাত আদায় করা ৪. হজ্জ ও ৫. রমজানের রোজা রাখা। (বুখারি ও মুসলিম) রোজা বা সাওম হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। রোজা শব্দটি আরবি সাওম শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকাই হলো রোজা। মূলত রমজান মাসটি হলো আমাদের জন্য প্রশিক্ষণের মাস। রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহকে ভয় করে জীবন পরিচালনার শিক্ষা হাসিল করা। তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে 'রক্ষা করা, বেঁচে থাকা' অর্থাৎ আমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল কাজ আল্লাহ দেখছেন এ ভয় অন্তরে ধারণ করে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ যথাযথভাবে পালন করার নাম তাকওয়া। রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে রোজা ভেঙে যায় এমন কোনো কাজ করে না। কঠিন পিপাসায় কাতর হয়েও পানি পান করে না, আবার ক্ষুধার কঠিন যন্ত্রণায়ও কোনো খাবার খাওয়ার চিন্তা করে না। এভাবে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে মুত্তাকি বলে। সুতরাং রোজা রেখে যদি মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা, অশ্লীল কথা ও কাজ, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, গিবত, চোগলখুরি, হিংসা-বিদ্বেষ, কাজে ফাঁকি দেওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করাসহ সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজ থেকে আমরা নিজেকে দূরে রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের রোজা আল্লাহর নিকট কখনো কবুল হবে না। রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে নাই তার সারাদিন না খেয়ে থাকা আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন নাই।" (বুখারি)

সম্মানিত শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায়। এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসূল সা. বলেছেন "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে।" (বুখারি ও মুসলিম) অন্য হাদিসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আমার উম্মতকে এমন পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে যা আগেকার নবীর উম্মতদেরকে দেয়া হয়নি; ১. রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকে আম্বরের চেয়েও অধিক প্রিয় ২. সমস্ত সৃষ্টিকুল এমনকি সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য ইফতার পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে ৩. প্রতিদিন বেহেশতকে রোজাদারদের জন্য সজ্জিত করা হয় এবং আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দাগণ দুনিয়ার ক্লেশ যাতনা দূরে

নিক্ষেপ করে অতি শিগগিরই আমার নিকট আসছে ৪. রমজানে দুর্বৃত্ত শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়, যার দরুন সে ঐ পাপ করাতে পারে না যা অন্য মাসে করানো সম্ভব ৫. রমজানের শেষ রাতে রোজাদারের গুনাহ মাফ করা হয়। (আহমদ, বায়হাকি) হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "রোজা আমার জন্য, রোজার প্রতিদান আমি নিজ হাতে দিব।"

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আপনারা কি জানেন রমজান মাসের এত গুরুত্ব কেন? রমজান মাসটি গুরুত্ব পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কোরআন, যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষাসংবলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" প্রকৃতপক্ষে আল কোরআন ইহলৌকিক মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথনির্দেশক। রাসূল সা. বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে এ কোরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোনো জাতিকে অধঃপতিত করেন।" সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কোরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কোরআন পড়া, বোঝা ও কোরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কোরআনের বিধিবিধান জানার ও বোঝার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস। আসুন আত্মগঠন ও ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের দীপ্তশপথে উজ্জীবিত হয়ে কষ্টকর কায়িক শ্রমের পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলো আন্তরিকতার সাথে পালন করার চেষ্টা করি–

১. ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখি।

২. জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তারাবিহ, তাহাজ্জুদ এবং নফল ইবাদতসমূহ অধিক পরিমাণে আদায় করি।

৩. সহিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে শিখার চেষ্টা করি।

৪. প্রতিদিন অর্থসহ কোরআন, হাদিস, মাসয়ালা-মাসায়েল ও আদর্শিক বই পড়ি।

৫. সূরা আল বাকারার ১৫৩-১৫৭, ১৮৩, ১৮৫; আলে ইমরান ১৯০-২০০; আত তাওবা ২০-২৭, ৩৮-৪২,১১১; সূরা আল মুমিনুন-১-১১, সূরা ইয়াসিন, সূরা আর-রহমান, সূরা আস সফসহ আমপারার সূরাসমূহ অর্থ ও তাফসিরসহ পড়া ও বোঝার চেষ্টা করি।

৬. রমজান মাসে অনৈতিকতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, দুর্নীতি ও জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলি।

সংগ্রামী শ্রমিক ভাই-বোনেরা

আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। আর ইসলাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের নিশ্চিত কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র ব্যবস্থা। সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা।" মানবজীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের মতো কাজ-কর্ম, পেশা, শ্রম দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই শ্রমিক ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট সুন্দর নীতিমালার অভাবে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে অস্থির ও বৈষম্যপূর্ণ শ্রমব্যবস্থা বিরাজমান। ফলে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্যাতিত বঞ্চিত মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের পরিবেশ তৈরি করতে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে শামিল হয়ে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আপনাদের ভাই

আ.ন.ম শামসুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

“শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়
ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন অনিবার্য”

১-১০ এপ্রিল, ২০২১
শ্রমিক গণসংযোগ দশক উপলক্ষে
শ্রমজীবী ভাই-বোনদের প্রতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
কেন্দ্রীয় সভাপতির
আহবান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

শ্রমিক গণসংযোগ দশক উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। শ্রমিক ভাই-বোনেরা মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মূল চালিকা শক্তি এবং আধুনিক সভ্যতা বির্নিমাণের অন্যতম কারিগর। শ্রমিকদের শ্রমে ঘুরছে দেশ-বিদেশের উন্নয়নের চাকা। উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে শ্রমিকদের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শ্রমিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা শ্রমিকের শ্রম ছাড়া উৎপাদন কর্মকান্ড কল্পনা করা যায়না। শ্রমিক ভাই-বোনেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে পণ্য উৎপাদন করে তা ভোগ করেই মানব জাতি বেচেঁ থাকে। শ্রমিকরা মানব জাতিকে রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই শ্রমিকরা আমাদের জাতীয় সম্পদ। শ্রমিকদেরকে অবহেলা করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, খাটো করা ও অসম্মানের চোখে দেখার কোন সুযোগ নেই। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। শ্রমশক্তি বিনিয়োগ করে জীবিকা অন্বেষনের জন্য নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- “সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও” (সূরা জুম'আ-১০)। শ্রমিকের মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেছেন- “আল কাসিবু হাবিবুল্লাহ” অর্থ্যাৎ শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু। তিনি আরো বলেছেন- “নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু হতে পারে না” (বুখারী)। “আল্লাহ সে বান্দাকে ভালবাসে যে নিজের শ্রম দিয়ে উপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে” (মিশকাত)। নিজের শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা নবী রাসুলদের সুন্নত। আল্লাহর নবী ও রাসুলগণ শ্রম ব্যয়ে উপার্জিত সম্পদ দিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সম্মানিত শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

বর্তমান একবিংশ শতাব্দী চরম উন্নতি ও উৎকর্ষের যুগ। এ যুগে মানুষ রকেটের সাহায্যে বিশ্ব ভ্রমণ করছে। মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে বসবাস করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এ জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে অথচ লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বৈজ্ঞানিকরা দুরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা মহাশূণ্যের হাজারও রহস্য উদঘাটন করছে। মহাশূণ্যের সুক্ষতম বস্তু আবিষ্কার করছে অথচ তাদের আবিষ্কৃতযন্ত্রে মাটির পৃথিবীর অসহায় খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের করুণ চিত্র ধরা পড়ছে না। এ যুগে মানুষ বিভিন্ন আধুনিক প্রচার মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের সংবাদ, কথা মূহুর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছে দিচ্ছে অথচ অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মরণ মিছিলের আর্তনাদ শাসক ও মালিক পক্ষের কানে পৌছার কোন সুব্যবস্থা নেই। বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে কুকুরের চিকিৎসার জন্য আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে। আজ যে শ্রমিক সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বস্ত্র তৈরি করছে অথচ সেই শ্রমিক ও তার পরিবার-পরিজনেরা বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারছে না। শ্রমিকরা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জন্য ঔষধ তৈরি করছে ঠিকই অথচ চিকিৎসার অভাবে শ্রমিক সমাজ আজ মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। যে শ্রমিক কোটি কোটি মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করছে সেই শ্রমিক খাদ্যের অভাবে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন অতিবাহিত করছে। শ্রমিকের কঠিন পরিশ্রমে মালিক শ্রেণি একটা কারখানার স্থলে দশটি কারখানা গড়ে তুলছে, দুনিয়ার বড় বড় শহর গুলোতে বসবাসের জন্য বালাখানা নির্মাণ করছে, অথচ অর্থের অভাবে সেই শ্রমিকের হাড়-মাংস একাকার হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিটি ধাপে রয়েছে মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনা। অথচ সেই শ্রমিকরা আজ বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও সর্বত্র লাঞ্ছিত, শোষিত ও অবহেলিত হচ্ছে। খেটে খাওয়া অসহায় এ শ্রমিকদের আহাজারীতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠছে। এর একমাত্র কারণ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা:) প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকা। একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতিই পারে শ্রমিকদের সকল আধিকার ফিরিয়ে দিতে, পারে সব ধরণের অবহেলা, লাঞ্চনা, বঞ্চনা, নির্যাতন ও শোষণ থেকে মেহনতী শ্রমিকদের মুক্তি দিতে।

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

চাকুরী লাভের অধিকার, পছন্দানুযায়ী পেশা গ্রহণের অধিকার, নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায্য ও অনুকূল শর্ত, কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান পরিশ্রমের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ, পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সম্মত আবাসন, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও মেধা বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে অনুকূল ও উৎপাদন বান্ধব পরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ এবং চাকুরী থেকে অবসরকালীন সময়ে পেনশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি শ্রমিকদের অপরিহার্য্য অধিকার। আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিকরা তাদের উপরোক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিদ্যমান শ্রম আইনে এসব অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও মানব রচিত শ্রমনীতি দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি, যাবেও না। শ্রমিকদের এসব অধিকার নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রমনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিসহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মৌলিক বিধিবিধানসমূহ মহান আল্লাহ তা'য়ালার ওহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে ও প্রিয় নবী (সা.) এর জীবনের অনুপম আদর্শের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌছেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি অনুসরণের মধ্যেই মানবতার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন নীতি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন- "নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা" (সূরা আল ইমরান-১৯)। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে- যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের একজন।(সূরা আলে ইমরান-৮৫) শ্রমিকদের সকল সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ইসলামী শ্রমনীতির কাছে। ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যে শ্রমনীতিতে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ ও যথাসময়ে প্রদানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন- "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক প্রদান কর"। মজুরি প্রদানে অনিয়ম করলে সে ব্যাপারে বলা হয়েছে- কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসুল (সা.) নিজেই নালিশ করবেন তার মধ্যে একজন হচ্ছে- যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক নিয়োগ করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিল কিন্তু শ্রমিকের মজুরি দিলনা" (বুখারী)। রাসুল (সা.) আরও বলেছেন- তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই, তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দিবে (বুখারী)।

সংগ্রামী শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন এবং মেহনতি জনতার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ২৩ মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের বিধান অনুসারে শ্রমিক সমস্যার সমাধানের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছে। সকল প্রতিকূলতার মাঝেও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আল্লাহর উপর ভরসা করে শ্রমিকদের ভালবাসা নিয়ে হাটি-হাটি, পা-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি যে- দুনিয়ার এ জীবনই শেষ নয়। মৃত্যুর পর শুরু হবে আখেরাতের অনন্ত জীবন। সে জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। সেখানে এ দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব সকলকে দিতে হবে। সেজন্য ভাল শ্রমিক হওয়ার পাশাপাশি ভাল মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবেই আসবে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি ও জান্নাত। অতএব, নির্যাতিত, নিপিড়িত ও বঞ্চিত শ্রমিক সমাজের বাঁচার দাবী আদায়ের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকা তলে সমাবেত হোন এবং শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করুন।

মহান আল্লাহ আমাদের সকল ইবাদত, নেক আমল ও ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের সকল প্রয়াস কবুল করুন। আমিন।

আপনাদের ভাই

আ.ন.ম শামসুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সংবাদ

মহানগরী ও জেলা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন-২০২১

শ্রমিক ময়দানের নেতৃত্বে যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে
- ডাঃ শফিকুর রহমান

মালিক শ্রমিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সময় উপযোগী নেতৃত্বের প্রয়োজনে শ্রমিক আন্দোলনে যুবকদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান। গত ৪ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা ও মহানগরীর সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোঃ তসলিম, কবির আহমেদ, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, যাদের হাত দিয়ে দেশের শিল্পখাত এগিয়ে যাচ্ছে সেই শ্রমিকরা আজ অবহেলিত। শ্রমিকরা একদিকে যেমন নিজেদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত তেমনি সামাজিক ভাবেও অবহেলিত। অথচ ইসলামী শ্রমনীতিতে তাদের অবদানের কথা বিবেচনা করে মালিক শ্রমিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন না থাকায় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের শ্রমিকদের কাছে যেতে হবে। তাদের আপন করে নিতে হবে। শ্রমিকদের পাশে করুণার দৃষ্টিতে নয় বরং দরদ এবং শ্রদ্ধা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাচল সহজ করে দিয়েছে তাদের এই অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের সম্মান দেয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, এই শোষিত বঞ্চিত মানুষগুলো একদিকে যেমন লাঞ্ছিত হয়ে দুনিয়া হারাচ্ছে অন্য দিকে ইসলামী জীবনবিধান পরিচালনার আহবান না পাওয়ায় আখেরাতও হারাচ্ছে। তাই দায়িত্বশীলদের আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি থেকে এই অসহায় শ্রমিকদের মাঝে ভালোবাসা দিয়ে ইসলামের আহবান পৌছাতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, সংগঠন মজবুত করতে হলে শ্রমিকদের সুসংগঠিত করতে হবে। আর শ্রমিকদের সুসংগঠিত করতে প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠনকে গতিশীল করতে কর্মবন্টন করতে হবে। তিনি দায়িত্বশীলদের বলেন, দেশের প্রতিটি উপজেলা,থানায় ও ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে হবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পেশাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। সর্বোপরি তিনি দায়িত্বশীলদের বলেন, আখেরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।

বার্ষিক সেক্রেটারিয়েট বৈঠক অনুষ্ঠিত

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সময় উপযোগী নেতৃত্ব তৈরী করতে হবে
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন শ্রমিকদের অধিকার ও মানউন্নয়নে সময় উপযোগী নেতৃত্ব তৈরি করতে দায়িত্বশীলদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গত ৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বার্ষিক সেক্রেটারিয়েট বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ-ই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, মজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম,দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবুল হাশেম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমূখ। তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষদের বহু দিনের প্রত্যাশা, যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু যুগের পর যুগ পেরিয়ে গেলেও তাদের সেই প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের নামে একশ্রেনীর সুবিধাভোগী শ্রমিক নেতারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্য আজও পরিবর্তন হয়নি। আর নৈতিকতা ও আদর্শহীন নেতৃত্ব দিয়ে শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। তিনি আরও বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক অঙ্গনে কাংখিত নেতৃত্ব গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। তাই আমাদের প্রতিটি মুহুর্তকে কাজে লাগাতে হবে। সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের শ্রমআইন, ট্রেড ইউনিয়নের উপর দক্ষ করে ও নৈতিকতার ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।

তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বলেন, শ্রমিকদের সুসংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিটি নেতাকর্মীকে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় আরও বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও ইনসাফপূর্ন শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে শ্রমিক অঙ্গনে থাকতে হবে। প্রতিটি শ্রমিকের কাছে ইসলামী শ্রমনীতির সুমহান আদর্শের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ আরো গতিশীল করতে হবে। শত প্রতিকূলতার মাঝেও যোগ্যতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সময় উপযোগী নেতৃত্ব তৈরীর কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

বার্ষিক সেক্টর দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করুন
- আ ন ম শামসুল ইসলাম

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় বিপর্যস্ত কৃষক। ধান, পেঁয়াজ, পাটসহ উৎপাদিত সকল পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষকরা আজ সকল দিক থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে পেঁয়াজের ভরা মওসুমে পেঁয়াজ আমদানির কারণে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দেশের কৃষকরা ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

গত ১৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত বার্ষিক সেক্টর দায়িত্বশীল বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় এসময় অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, মাস্টার শফিকুল আলম, কবির আহমেদ, মজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হুসাইন ও আব্দুস সালাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্য তিনি বলেন, দেশে এখন পেঁয়াজের ভরা মওসুম। দামও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই এর মধ্যেই সরকারের সিদ্ধান্ত পহেলা জানুয়ারি থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হওয়ার ফলে বিপদে পড়ে যায় দেশের পেঁয়াজ উৎপাদনকারী লাখ লাখ কৃষক। যা কৃষকের জন্য সুখবর নয়।

তিনি বলেন, সরকারে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের সম্ভাবনাময় পাটশিল্প ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা থাকার পরেও সরকারি পাটকলগুলো আধুনিকায়ন না করে বন্ধ করে দেয়ায় একদিকে যেমন রফতানির সুযোগ হাতছাড়া হলো, তেমনি ভাবে ক্ষতি হয়েছে কর্মসংস্থানের, দেশের অর্থনীতির যা ছিলো জাতির জন্য আত্মঘাতী। তিনি দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির কারণে শ্রমজীবী মানুষসহ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাভিশ্বাস উঠেছে। দেশের দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি এখন শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। যার কারণে নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। তিনি দ্রব্যমূল্যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিই আসল সমস্যা। সরকার এ বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততই দেশ ও জাতির কল্যাণ। এতে করে কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পাবেন, তেমনি ভোক্তারাও প্রত্যাশিত মূল্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে কিনতে পারবেন। তাই সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে আহবান জানান।

কৃষি ও মৎস্য সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য আদায়ে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে তাদের জীবন মানোন্নয়নে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা পালন করতে হবে
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

দেশের মোট শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত। কৃষি এখনো দেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা হিসাবে বহাল রয়েছে। অধিকাংশ জনগণই জীবন-জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। কিন্তু ক্রমাগত অবহেলা এবং ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে পুরো কৃষি সেক্টর দিন দিন হুমকির মুখে পড়ছে যা কৃষকদের মাঝে ব্যাপক হতাশা সৃষ্টি করেছে। তাই কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, কৃষকের অবস্থা এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিজ নিজ উদ্যোগে দায়িত্বশীলদের কাজ করতে হবে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত কৃষি ও মৎস্য সেক্টরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম সভাপতির বক্তব্যে এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কৃষি ও মৎস্য সেক্টরের সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিক নেতা গোলাম রাব্বানী, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম শাহজাহান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, কৃষি শ্রমিক নেতা রেজাউল করীম, নুরুন্নবী প্রধান, জামিলুর রহমান, শামসুল ইসলাম ও খালেদ হাসান জুম্মন প্রমুখ।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের অনেক দেশে কৃষিকাজ লাভজনক হলেও বাংলাদেশের কৃষকরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে ভোক্তারা চায় কম দামে কৃষিপণ্য ক্রয় করতে আর কৃষকরা চায় লাভজনক দাম। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হয় সরকারকে অথচ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের ক্রমাগত অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং দলীয় সিন্ডিকেট ও অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয় ধান কাটার শ্রমিকের মূল্যের চেয়ে ধানের দাম কম হওয়ায় ধানক্ষেতে আগুন দিয়েছে কৃষক। এর চেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কিছুই হতে পারে না। কৃষকের এমন অভিনব প্রতিবাদের পরও সরকার ধানসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বরং ধানের মূল্য নিয়ে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রীসহ সরকার সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যও অনেকটাই দায়সারা ছিলো।

তিনি আরো বলেন, অনেক সময় ব্যবসায়ীরা নিজেদের মুনাফার লোভে মিথ্যা বলে মানহীন বীজ কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে যাতে করে কৃষক ক্ষতির শিকার হয়। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানাবিধ কারণে ফসলের ক্ষতি হলেও কৃষক কোনো সরকারি সাহায্যও পায় না

আবার অনুদান এলেও দুর্নীতির কারণে তা কৃষকের নিকট পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাই দেশের কৃষকরা সকল ক্ষেত্রেই আজ অবহেলিত। এই অবহেলিত কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং কৃষকদের জীবন মানোন্নয়নে দায়িত্বশীলদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, কৃষক সমাজকে বুঝাতে হবে একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন হলেই তাদের ন্যায্য অধিকার, দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি সম্ভব। এ ছাড়া কৃষি সেক্টরে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য আদায়ে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে তাদের জীবন মানোন্নয়নে দায়িত্বশীলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরে মতবিনিময় সভায় সকলের সম্মতিক্রমে সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি জানানো হয়:

১. কৃষকবান্ধব জাতীয় কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. সার, কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য কমাতে হবে।
৩. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
৪. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা এবং ঝামেলাহীনভাবে বিক্রির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
৫. সরকারি উদ্যোগে শাকসবজিসহ পচনশীল কৃষিপণ্যের জন্য হিমাগার নির্মাণ করতে হবে।
৬. কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, এ জন্য সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৭. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকের কৃষিঋণ মওকুফ করতে হবে।
৮. কল কারখানার ক্ষতিকর বর্জ থেকে ফসলি জমি ও পানি রক্ষা করতে হবে।
৯. ফসলি জমি সংরক্ষণ করতে হবে।
১০. কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোন কৃষিপণ্যে আমদানি করা যাবে না।

চাতাল সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

চাতাল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে দায়িত্বশীলদেরকে ভূমিকা রাখতে হবে -আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, দিন-রাত সমান তালে কাজ চালিয়ে একসঙ্গে চাতালের শ্রমিকরা ধান সিদ্ধ-শুকানো, চাল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে থাকেন। কিন্তু তারা ন্যূনতম বাঁচার অধিকার এবং শ্রমের সঠিক মূল্য থেকে বঞ্চিত। তাই চাতাল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়, জীবনমান উন্নয়ন ও শ্রমের সঠিক মূল্য আদায়ে চাতাল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত চাতাল সেক্টরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, চাতাল সেক্টরের সভাপতি ও বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিকনেতা আযহারুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুল মতিন, আজিজুর রহমান, মো: মমতাজ আলী, সাধারণ সম্পাদক ড. জিয়াউল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, মিজানুর রহমান, রংপুর অঞ্চল সভাপতি আব্দুল গণী, চট্টগ্রাম অঞ্চল সভাপতি ইউসুফ বিন আবু বকর, বগুড়া অঞ্চল সভাপতি অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ ও বরিশাল অঞ্চল সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জনাব শামসুল ইসলাম আরো বলেন, বেসরকারি হিসাবে দেশে প্রায় ৪০ হাজার চাতালে পাঁচ লাখের অধিক শ্রমিক কাজ করছেন। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশই নারীশ্রমিক। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী চাতাল একটি কারখানা। এখানকার শ্রমিকরা মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। আইন অনুযায়ী এই শ্রমিকদের যা প্রাপ্য তা দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্রম আইনের কিছুই মানা হয় না। এমনকি সরকারের কোনো পরিদর্শক দলও এ শিল্প পরিদর্শনে যায় না।

তিনি বলেন, ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং পরে সংশোধিত আইনটিতে চাতাল শিল্পের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে চাতাল শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয় ৪৯৫ টাকা। এরপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বর্তমান বাজারে চালের দাম কয়েক দফা বাড়লেও চাল তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত চাতাল শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি কখনো। সর্বক্ষেত্রেই চাতাল শ্রমিকরা আজ অবহেলিত। তিনি দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এই অবহেলিত শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার আদায় ও মজুরি বৈষম্য দূর করতে এই সেক্টরের কাজকে আরো গতিশীল করতে হবে। প্রতিটি শ্রমিকের কাছে যেতে হবে। চাতাল মালিক ও শ্রমিককে বুঝাতে হবে একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতিই শ্রমজীবী মানুষের সব সমস্যার সার্বিক ও ন্যায়ানুগ সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামী শ্রমনীতিই চায় শ্রমিক ও মালিকের সৌহার্দ্যমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন এক বিধানের প্রচলন করতে, যেখানে দুর্বল শ্রেণীকে শোষণ-নিপীড়নের জঘন্য প্রবণতা থাকবে না।

পরে মতবিনিময় সভায় সকলের সম্মতিক্রমে সরকারের কাছে ১১ দফা দাবি জানানো হয়:

১. চাতাল শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন করা ও তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. চাতাল শ্রমিকদের জন্য নিয়োগ, যোগদানপত্র এবং পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা।
৩. চাতাল শ্রমিকদের কাজের নির্ধারিত কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করা এবং ৮ ঘণ্টার অধিক কাজের জন্য ওভার টাইম ধরে মজুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. চাতালগুলো পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৫. সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটি এবং ঈদ বোনাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি ভাতার ব্যবস্থা করা।
৭. পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর করা।
৮. চাতাল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকল্পে কর্ম এলাকায় থাকার জন্য আবাসন সুবিধা চালু করা।
৯. নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য আলাদা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা।
১০. শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অটোমিল শ্রমিকসহ সকল চাতাল শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১১. সকল শ্রমিকদের চিকিৎসাসুবিধা নিশ্চিত করাসহ শ্রমিকদের জন্য জীবন বীমার সুবিধা চালু করা।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের বার্ষিক বনভোজন ও প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণ নিহিত
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের নিরলস পরিশ্রমের ওপর মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। আজকের আধুনিক সভ্যতার মূল কারিগর হলো শ্রমজীবী মানুষেরা। অথচ আজকের সভ্যতা যাদের রক্ত ঘামে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সেই শ্রমজীবী মানুষেরা এখনোও তাদের অধিকারটুকু বুঝে পায়নি। অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে শ্রমজীবী মানুষদের দিনের পর দিন আন্দোলন সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। এই অবস্থার ততদিন পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না, যতদিন না বিশ্বে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা একমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থায় শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে। গত ১২ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তর কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন ও প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে (অনলাইনে) উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, মহানগরী উপদেষ্টা আব্দুর রহমান মুসা, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তাসলিম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামসহ মহানগরী সকল কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তির দ্বারপ্রান্তে। স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষেরা ছিল অগ্রসেনানী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে আসার পরও এই দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষেরা তাদের ন্যায্য অধিকার বুঝে পায়নি। তারা পায়নি বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার। সমাজের প্রতিটি পদে পদে শ্রমজীবী মানুষেরা হয়েছে অবহেলা, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। একবিংশ শতাব্দীর এই যুগেও শ্রমজীবীদের দৈনিক আট ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করে যেতে হচ্ছে শুধুমাত্র দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের সন্ধানে। কর্মস্থলে নেই শ্রমজীবীদের সুচিকিৎসার কার্যকরী ব্যবস্থা। শ্রমজীবীদের জীবনে নেই সুস্থ বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নেই ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ। তাই আজ বলা চলে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষেরা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত। পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা শ্রমজীবীদের এই দুর্দশার জন্য প্রধানত দায়ী। দুনিয়ার ব্যর্থ মতবাদকে আমাদের মত দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হচ্ছে। তাই আজকের দিনেও শ্রমজীবী মানুষরা রক্ত ঘামের প্রাপ্য মজুরি আদায় করতে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। অন্য দিকে শ্রেণী বিভাজনের নামে শ্রমজীবী মানুষদের সমাজে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। সমাজে তারা প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত।

জনাব শামসুল ইসলাম আরো বলেন, এই নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের একমাত্র মুক্তির সনদ ইসলামী শ্রমনীতি। ইসলামী শ্রমনীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষেরা ফিরে পাবে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান। ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন স্থাপন করেছে। ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী মালিক ও শ্রমিকের জন্য অভিন্ন খাবার ও পোশাকের নির্দেশনা রয়েছে। আর এখানেই ইসলামী শ্রমনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া বিধি বিধান ও রাসূল (সা.) দেখানো পথে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষদের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, শ্রমজীবীরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাইকে তার অধীন করেছেন সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, সে কাপড় পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে। তাকে যেন সামর্থ্যের অধিক কাজ না দেয়া হয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) অন্যত্র বলেছেন, শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে তার মজুরি পরিশোধ করতে। এ থেকে বোঝা যায় ইসলাম একটি উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন শ্রমনীতির কথা বলেছে, যেখানে শ্রমিকের মানসম্মত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হয়। শ্রমিকের অধিকার আদায়েও ইসলাম সচেতন ও কঠোর অবস্থানে রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। এদের একজন সে যে কাউকে শ্রমিক নিয়োগ দেয়ার পর তার থেকে কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়নি। পৃথিবীতে কেবল মাত্র ইসলামই শ্রমিকের যথাযথ মর্যাদা দেয়ার নির্দেশ ও আদর্শিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) মদীনা মনোয়ারাতে যে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তার অনুসরণ ও অনুকরণের দাবি প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এই দেশে সকল প্রকার জুলুম নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের নিরিখে জোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির এই আন্দোলন সারাদেশে শ্রমজীবী মানুষদের আস্থা-বিশ্বাস ও ভালোবাসা ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। এই ভালোবাসা ও বিশ্বাস কেবল মাত্র ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ফসল।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শ্রমিকবান্ধব কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সদা তৎপর। শ্রমজীবী মানুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। করোনাকালীন এই দুর্যোগে, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্মহীন, বেকার ও দিনমজুর শ্রমজীবী মানুষদের কাছে সাধ্যের সবটুকু নিয়ে পৌঁছে গেছে। আমাদের এই কর্মতৎপরতা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

স্বাধীনতার ৫০ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচি ঘোষনা

স্বাধীনতার সত্যিকার সুফল শ্রমজীবি মানুষের দৌরগড়ায় পৌঁছাতে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে

-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় অংশ ছিল এদেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষ। এই সকল মানুষের একটাই চাওয়া ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ ও শোষণ মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার। তাদের আশা ছিল বাংলাদেশ হবে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার বুঝিয়ে দিতে থাকবে সদা তৎপর। থাকবে না জাতিগত কোন বিভেদ, হানাহানি কিংবা দুর্নীতি লুটরাজ। আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র হবে অগ্রগামী। আজ যখন আমরা প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি তখন আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসেব মিলিয়ে নিতে হচ্ছে। একটি রাষ্ট্রের জন্য পঞ্চাশ বছর সময় যেমন বেশীও নয় আবার খুব কমও নয়। এই সময়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি মানুষের মৌলিক অধিকার তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসায় পূরণে মোটামুটি সক্ষমতা অর্জন করলেও আজও এক তৃতীয় অংশ মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এই সকল মানুষদের প্রায় সবাই শ্রমজীবি। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা সময়ের যেকোন আন্দোলন সংগ্রামে শ্রমজীবি মানুষেরা ছিল অগ্রগামী।

দুনিয়াবী ব্যর্থ মতবাদ দিয়ে শ্রমজীবি মানুষদের ভুল বুঝিয়ে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেসী মহল তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে কেটে পড়ছে। যার বাস্তব প্রমাণ এই করোনাকালীন সময়ে জাতির সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং এই সকল শ্রমজীবি মানুষদের ভাগ্যের ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ না এদেশে ইসলামী শ্রমনীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। আজ এই কথা দিবালোকের মত সত্য রূপে ফুটে উঠেছে। গত ৭ মার্চ রবিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচী ঘোষণাকালে আ ন ম শামসুল ইসলাম উপরোক্ত কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন, গোলাম রব্বানী, লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

জনাব শামসুল ইসলাম আরও বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই দেশের শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এই দেশে ইসলামী শ্রমনীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। ইসলামী আদর্শ দিয়ে এই দেশ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, জুলুম, শোষণ নিপীড়ন দূর করে একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়। দেশের বিভিন্ন পাটকল, চিনিকলসহ সরকারি মিল কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের চাকুরীচ্যুত করার প্রতিবাদে ফেডারেশন রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। হামলা-মামলার শিকার শ্রমিকদের আইনি ও চিকিৎসা সহায়তা করে যাচ্ছে ফেডারেশন। তাই আজ বাংলাদেশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবিসহ গণমানুষের কাছে এক আস্থাশীল সংগঠনের নাম। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার আদর্শিক লক্ষ্য ও শ্রমিক বান্ধব কর্মসূচী দিয়ে এদেশের আপামার জনতার মন জয় করেছে।

জনাব ইসলাম আরও বলেন, একটি দেশের এক তৃতীয় অংশ মানুষ যখন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে তখন আপনি এই শ্রেণীকে বাদ দিয়ে কোন ভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন না। তাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবিদের মানুষদের দুঃখ দুর্দশা মুছে দিতে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমজীবি মানুষদের কর্মসক্ষম করে তুলতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী ইতিমধ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গ্রহণ করেছে। এইগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভর গড়ে তুলতে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি পুঁজি সরবরাহ। শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাসহ নানামুখী পদক্ষেপ। শ্রমিকদের যেকোন দূর্যোগে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সবর্দা অগ্রগামী ছিল। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত, পঙ্গুত্ববরণকারীদের চিকিৎসাসহ পরবর্তীতে তার পরিবারের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার কাজেও ফেডারেশন রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে নীতি নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি গঠন করা। বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে যেতে বারংবার হোঁচট খাচ্ছে এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ অসৎ শ্রেণীর মানুষদের কর্মের কারণে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে চায়। তাই এই ফেডারেশন তার কর্মীদের সকল প্রকার অন্যায় অনিয়ম লুটরাজ থেকে দূরে রাখতে ইসলামী আদর্শকে অনুকরণ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

আদর্শিক নেতৃত্ব তৈরী করতে ফেডারেশন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একই সাথে শ্রমিকদের নায্য অধিকার আদায়ে রাজপথে জোরালো ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ওপর আসা যেকোন আঘাত মোকাবিলায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সদা তৎপর। আজকের এই দিনে আমরা শ্রমজীবি মানুষদের অধিকার আদায়ে অতীতের ন্যায় দৃঢ় ভূমিকা আগামী দিনে অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। অতঃপর তিনি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নিম্নোক্ত কর্মসূচী ঘোষণা করেন-

১. মহানগরী, জেলা, উপজেলা, থানা ও ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে র‍্যালী ও আলোচনা সভা ।

২. বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাথে সাক্ষাত এবং উপহার প্রদান।

৩. অস্বচ্ছল ও কর্ম-অক্ষম শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৪. শ্রমিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।

৫. বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদান।

৬. অনাথ , পথশিশু ও সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝে খাবার বিতরণ।

৭. ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি পালন।

৮. খেলা-ধুলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৯. শ্রমিক সমাবেশ, সামষ্টিক ভোজ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

১০. মহানগরী ,জেলা, উপজেলা, থানা ও ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান

মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল অগ্রসেনানী। তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বিজয়ের সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি। তিনি গত ২৪ মার্চ বুধবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রাব্বানী, কবির আহমদ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিবুল্লাহ, দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

শামসুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বাধীনতার ৫০টি বছর অতিক্রান্ত করেছে। যে আশা স্বপ্ন নিয়ে বীর বাঙালিরা স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা আজ অনেকটা ফিকে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন, প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালিদের শোষণ, নিপীড়ন থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়াই ছিল প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার লালিত স্বপ্ন। যে স্বপ্নের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। আজ রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের দীর্ঘশ্বাসে বাংলার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। যে ত্যাগ তিতিক্ষা নিয়ে তারা দেশকে স্বাধীন করেছে সেই দেশে আজ নেই মানুষের বাকস্বাধীনতা, ভোটের অধিকার ও বেঁচে থাকার সুষ্ঠু পরিবেশ। এখনো অসংখ্য মানুষকে একমুঠো ভাতের জন্য নির্মম লড়াই করতে হয়। শাসকগোষ্ঠীর শোষণে নিপীড়িত হাজারও মানুষ। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য কারারুদ্ধ অসংখ্য রাজবন্দি। প্রশাসনের দ্বারা গুম নির্যাতন ঘটছে অহরহ। এটি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কখনো কাঙ্ক্ষিত ছিল না।

তিনি আরো বলেন, আমরা একটি সত্যিকার অর্থে উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে চাই। যে দেশে থাকবে না কোন জাতিগত বিভেদ। সকল ধর্মের মানুষ এক দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করবে। রাজনৈতিক দল করার ও গড়ার থাকবে সমান সুযোগ। সকল মানুষের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র হবে অগ্রগামী। ক্ষুধামুক্ত ও সবার জন্য শিক্ষা, বাসস্থান নিয়ে গঠিত হবে স্বপ্নের বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে আগত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বর্তমান প্রজন্মকে তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার উদাত্ত আহবান জানান।

অসচ্ছল ও কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

অসচ্ছল ও কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা অন্তহীন
- আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতার ৫০টি বছর অতিবাহিত করা সত্ত্বেও এই দেশের শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অবমোচন হয়নি। যে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিল শোষণ-নিপীড়ন মুক্ত দেশ গড়ার সেই স্বাধীনতা পারেনি এদেশের অসহায় নিঃস্ব মানুষদের শোষণ-বঞ্চনা নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকারটুকু বুঝিয়ে দিতে। তিনি গত ২০ মার্চ মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ঢাকা মহানগরী উত্তর কর্তৃক আয়োজিত অসচ্ছল ও কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মিজানুল হক, মহানগরী কার্যকরী কমিটির সদস্য মশিউর রহমান খান, আনিসুর রহমান, সেলিম রেজাসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শামসুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে একদিকে যেমন নেই কোন সুষ্ঠু শ্রমনীতি তেমনি অন্যদিকে শ্রমিকের আর্থিক ও স্বাভাবিক জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। অধিকাংশ শ্রমিকের জীবন অতিবাহিত করতে হয় প্রতি দিনের রোজগারের ওপর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রমিকের নিত্য দিনের আয় দিয়ে সংসার চালানো যেখানে দুষ্কর, সেখানে সন্তান-সন্ততির পড়ালেখা, পরিবারের চিকিৎসাসহ মৌলিক খরচ মেটানো ভাবাই যায় না। ফলশ্রুতিতে শ্রমজীবী মানুষদের অসচ্ছল জীবন যাপন করতে হয়। অন্যদিকে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে অসংখ্য শ্রমিককে। এই সময় একজন শ্রমিক মালিক পক্ষের নামকাওয়াস্তে সহযোগিতা ছাড়া তেমন কিছুই পায় না। বিনা চিকিৎসায় তাকে কর্মঅক্ষম করে দেয়। শ্রমিকের সংসারে ওপর নেমে আসে অন্ধকার। এই অসচ্ছল ও কর্মঅক্ষম শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা তখন অন্তহীন হয়ে পড়ে।

জনাব ইসলাম আরো বলেন, এই দেশের অসহায় শ্রমজীবী মানুষদের পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও সেকুলার শ্রমনীতির গাল-গল্পের দোহাই দিয়ে প্রতিনিয়ত ঠকানো হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর প্রতিটি মানব সন্তানের মুক্তির জন্য আল-কোরআন প্রেরণ করেছেন। আল-কোরআনে বর্ণিত ও রাসূলে আকরাম (সা.) দেখানো পথে রয়েছে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ। সুতরাং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সকল শ্রমজীবীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারবে একমাত্র ইসলামী অনুসৃত শ্রমনীতি। তাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামের আদর্শিক পথ অনুসরণের মাধ্যমে এই দেশের শ্রমজীবী

মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও এই কাজের গতি অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

সভাপতির বক্তব্যে, মোঃ মহিবুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবী মানুষের ওপর সকল অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও নায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও সোচ্চার ভূমিকার পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা মনে করি শ্রমজীবী মানুষেরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করতে পারলে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিকের সন্তানেরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত
- আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, একটি জাতিকে গড়ে তুলতে সুশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত শিক্ষা অর্জন অতীব প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সন্তানেরা শিক্ষার সুমহান আলো থেকে বঞ্চিত। তিনি গত ২১ মার্চ শুক্রবার মহান স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন।

ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরী সভাপতি মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাসানের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা এস এম সানাউল্লাহ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, মনসুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি ডাঃ আজিজুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূর আলম ভূঁইয়া, দপ্তর সম্পাদক আশরাফ হোসেন রাজু, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ আব্দুল মতিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিগোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এই দেশে এক- তৃতীয়াংশ মানুষ সরাসরি কায়িক শ্রমের সাথে জড়িত। যাদের সন্তানেরা আধুনিকতার এই যুগেও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অধিকাংশ শ্রমিকের সন্তান শুধুমাত্র আর্থিক সক্ষমতা না থাকার দরুন বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। আর যারা কোনোভাবে বিদ্যালয়ের আঙিনায় পৌঁছেছে তারাও বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে টিকতে না পেরে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি জাতির জন্য অশনিসঙ্কেত। কারণ রাষ্ট্রের বড় একটি অংশ শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকলে আগামী দিনে দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। অন্যদিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে তার পরিবারের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন করতে যথেষ্ট। কারণ সুশিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার বাজেট খুবই অপ্রতুল। অথচ সরকার যদি শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য মনোযোগী হতো তাহলে আমাদের দেশ আরো আগে সামনের দিকে এগিয়ে যেত। সরকারি উদাসীনতার ফলে দেশ যেমন পিছিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি শ্রমিকের সন্তানেরাও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, বিত্তবানদের দেশের স্বার্থে শ্রমিকের সন্তানদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। তাদের জন্য সরকারি-বেসরকারি বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীকে রেখে দেশ কোনক্রমে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে না।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ মহিউদ্দিন বলেন, শিক্ষা ছাড়া মানুষ হচ্ছে অন্ধের মত। একজন শিক্ষিত সন্তান তার পরিবারের আশ্রয়স্থল। আমাদের প্রত্যাশা আমাদের পরিবারের সন্তানেরা নিজেরা শিক্ষা অর্জনে অগ্রগামী হবে এবং পিছিয়ে পড়া অসহায় শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

অনাথ ও পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ

অসহায় দুস্থ মানুষরা স্বাধীন দেশে পরাধীনতার শিকার
- আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, আমাদের দেশে অসংখ্য মানুষকে খোলা আকাশের নিচে রাতযাপন করতে হয়। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে দিতে হয়। এই সকল মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অসহায় দুস্থ মানুষরা যেন স্বাধীন দেশে পরাধীনতার শিকার। তিনি গত ২২ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে অনাথ ও পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ কালে সমবেত জনতার উদ্দেশে এসব কথা বলেন। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, মহানগরী সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কার্যকরী সদস্য ওমর ফারুক, শ্রমিক নেতা সামিউল ইসলাম প্রমুখ।

শামসুল ইসলাম বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষ বসবাস করে। রেলস্টেশন, মহানগরী বাসস্টেশনে বসবাসরত এই সকল মানুষদের জীবনে মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। একমুঠো খাবারের জন্য প্রতিনিয়ত তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

অনাহারে, চিকিৎসার অভাবে এই সকল মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য প্রত্যাশিত নয়। তিনি বাস্তুহারা মানুষদের বাসস্থান, কর্মসংস্থান নিশ্চিতসহ সকল নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন

খুলনা মহানগরী

দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

গত ৬ মার্চ স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম, মহানগরী সাবেক সভাপতি খান গোলাম রসূল, খুলনা মহানগরীর ছাত্র উপদেষ্টা মুশাররফ আনসারী, শ্রমিক নেতা শাখাওয়াত হোসেন, খলিলুর রহমান, দবির উদ্দিন মোল্যা ও শাহাবুদ্দিন আহমেদসহ মহানগরী নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজীজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, খলিলুর রহমান, আসিফ বিল্লাহ প্রমুখ।

সেলাই মেশিন বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে অসচ্ছল শ্রমজীবী পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট শাহ আলম। এই সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আহম্মাদের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, মোখলেছুর রহমান, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

সিলেট অঞ্চল

শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৯ মার্চ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলম বিতরণ করেছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদের সভাপতিত্বে ও অঞ্চল টিম সদস্য ও সিলেট মহানগর সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, অঞ্চল টিম সদস্য ও সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সিলেট জেলা উত্তর সভাপতি নিজাম উদ্দিন খান, হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি কাজি আব্দুর রউফ বাহার, সুনামগঞ্জ জেলা সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম, সিলেট মহানগর সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াসিন খান, সিলেট জেলা দক্ষিণ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আতিকুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

গত ৫ মার্চ স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন ফেডারেনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা সেলিম উদ্দিন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মাওলানা মো: মহিব্বুলার সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তাসলিম। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, জামিল মাহমুদ, উত্তরা পূর্ব থানার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ মাহবুবুল আলম, শ্রমিক নেতা মোঃ হেদায়েত উল্যাহ, লুৎফর রহমান তাজ, মোঃ আবু হানিফসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

পল্লবী থানা দক্ষিণের খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তর শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হকের সভাপতিত্বে ও পল্লবী থানা দক্ষিণের সভাপতি রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবর রহমান ভূইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও মহানগরীর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের পল্লবী দক্ষিণের উপদেষ্টা আবুল কালাম পাঠান, মহানগরী উত্তরের সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হালিম, শ্রমিক নেতা আব্দুল কাদেরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিমানবন্দর থানার খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের বিমানবন্দর থানার উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বিমানবন্দর থানা সভাপতি হামিদ হোসাইন আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ মিন্টুর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান। অন্য দিকে বাড্ডা পশ্চিম থানার উদ্যোগে ছিন্নমূল মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এতে মহানগরী সহ-সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম ও বাড্ডা পশ্চিম থানা সভাপতি আব্দুল হান্নান উপস্থিত ছিলেন।

রামপুরা থানা দক্ষিণের খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের রামপুরা দক্ষিণ থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুহিব্বুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি সাইয়্যেদ হাসান ইমাম।

চট্টগ্রাম মহানগরী

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর ডক-গোসাইলডাঙ্গা, নিমতলা অঞ্চলের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বর্ষপূতি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শ্রমিকদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডক অঞ্চলের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম আদনানের সভাপতিত্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ডক অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম রানা, কোষাধ্যক্ষ মহিববুল্লাহ রাসেলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টগ্রাম মহানগরী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের মহানগরী সহ-সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ উসমানীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর দফতর সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুন্নবী। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি বেলায়েত হোসেন, মোহাম্মদ হাসান, আলামীন হোসেন, কামাল হোসেন প্রমুখ। অন্যদিকে নগরীর আলকরণ ওয়ার্ডে শ্রমিকদের মাঝে মশারি বিতরণ করেছেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি শহিদুল হাসান।

সদর অঞ্চলের অনাথ পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সদর অঞ্চলের উদ্যোগে অনাথ, পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন ফেডারেশনের সদর অঞ্চলের সভাপতি মকবুল আহমদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন সদর অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, আলকরণ ওয়ার্ড সভাপতি মো: রহমত উল্লাহ।

বাকলিয়া থানার শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া থানার উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি আসাদ আদিলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস শিকদারের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক নাছির উদ্দিন, শ্রমিক নেতা কামাল উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, ফরিদুল আলম, ডা: এমরান হোসাইন, ডা: তৌহিদুল ইসলাম, হামিদ হোসাইন ও এহসান প্রমুখ।

সিলেট মহানগরীর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। র‍্যালিটি নগরীর সুরমা টাওয়ার হতে শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চৌহাট্টা গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট আহমদ রাজুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াসিন খানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আতিকুল ইসলাম, কফিল উদ্দিন আলমগীর, আব্বাস আলী, বদরুজ্জামান ফয়সাল, আবদুল বাসিত মিলন, আব্দুল বারী, হোসাইন আহমদ ও আক্তার হোসাইন প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরী

দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্নার সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিণ থানা উপদেষ্টা কফিলউদ্দিন আহমাদ, ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মুন্সি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফাইসুল, মাওলানা আব্দুল হাই, কার্যনির্বাহী সদস্য এরশাদ খান প্রমুখ।

আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর শাখার উদ্যোগে স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলোচনা সভার আয়োজন করে। মহানগরী সভাপতি আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্নার সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ড. আজগর আলী।

কুমিল্লা মহানগরী

আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী কার্যনির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামান, মুহাম্মদ ছফি উল্লাহ, মহিউদ্দিন রিপন প্রমুখ।

রংপুর মহানগরী

আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর হাজিরহাট থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মাওলানা মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা এ টি এম আজম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট মো: কাওছার আলী, হাজিরহাট থানা উপদেষ্টা মাওলানা মশিউর রহমান।

এতিমদের সন্তানদের মাঝে খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে এতিম ও শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট মো: কাওছার আলী। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো: রবিউল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মাদারীপুর জেলা

শ্রমিক সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিনের উদ্যেগে সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। ইউনিয়ন সভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, ফরিদপুর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক কাজী আবুল বাসার, মাদারীপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি সামিউল ফকির, সাধারণ সম্পাদক এস এম জামান, কোষাধ্যক্ষ আব্বাস আলি, শ্রমিক নেতা, ডা: সেলিম জাহান, অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার, সাহাআলম, কামরুল হাসান, মাসুদুর রহমান ও মোঃ আশ্রাফ আলী প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ জেলা

আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান দুলালের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেজ আব্দুল হাই হারুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপদেষ্টা মোমতাজুল হাসান আবিদ, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রিয়াজুল ইসলাম তালেব, মাস্টার মোহাম্মদ আলীসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ছাতক পৌরসভার উদ্যোগে র‍্যালি

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক পৌরসভার উদ্যোগে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। র‍্যালিটি পৌরসভার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট পয়েন্টে সমাবেশের মাধ্যম শেষ হয়। পৌরসভার সভাপতি ওয়াশিদ আরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জালার উদ্দীনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের পৌরসভার উপদেষ্টা মাওলানা সালাহ উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ছাতক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ।

কক্সবাজার জেলা

আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। শহর সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক আবু তাহের চৌধুরী, ওলামা মাশায়েখ সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা শফিউল হক জিহাদি, শহর শাখার উপদেষ্টা ফজলুল কাদের, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, পর্যটন সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান, শহর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহাজান, শ্রমিকনেতা সৈয়দ নুর, মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা সোলাই-মান, আলম মাসুদ, মুহাম্মদ ওসমান প্রমুখ।

উখিয়া উপজেলার আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি সরওয়ার ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন উখিয়া উপজেলা ফেডারেশরে উপদেষ্টা মাওলানা আবুল ফজল। এই সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মদ শাহ আলম প্রমুখ।

বরিশাল জেলা পূর্ব

শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলা পূর্বের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক কে আর মিজানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম। প্রোগ্রামে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শ্রমিক কল্যাণের উপদেষ্টা ড. এম মাহফুজুর রহমান, বরিশাল অঞ্চলের টিম সদস্য শ্রমিক নেতা মশিউর রহমান, বরিশাল মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান, শ্রমিক নেতা নূরুল হক সোহরাব, মাওলানা সাইফুল, মোঃ ইউসুফ প্রমুখ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

কেন্দ্র ঘোষিত স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল পূর্ব জেলার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক কে আর মিজানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর এস এম মাহফুজুর রহমান, বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য শ্রমিক নেতা মশিউর রহমান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা নূরুল হক সোহরাব, মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান, নূরুল হক প্রমুখ।

মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল পূর্ব জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের পূর্ব জেলা সভাপতি জহির উদ্দীন ইয়ামিন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেন্দীগঞ্জ পৌরসভার সভাপতি নূরে রাব্বি নাঈম, শ্রমিক নেতা ফয়েজ উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

শরীয়তপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শরীয়তপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা সভাপতি ফরিদ হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন মোল্লা শাহীনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা খলিলুর রহমান, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, জেলার উপদেষ্টা কে এম মকবুল হোসেন, কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান সম্পাদক আবুল বাশার, মাদারীপুর জেলা ফেডারেশনের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ঝালকাঠি জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঝালকাঠি জেলা শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে নৌকা শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মদ তাসলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মোঃ ফরিদুল হক, বরিশাল অঞ্চলের টিম সদস্য শ্রমিক নেতা মশিউর রহমান। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠি পৌরসভা ফেডারেশনের সভাপতি মোজাম্মেল হক, ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিনসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

কিশোরগঞ্জ জেলা

ইয়াতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইয়াতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মনের সভাপতিত্বে ও সদর উপজেলা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক রমজান আলী। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

ভৈরব উপজেলার কৃষি উপকরণ বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি আব্দুল কাদিরের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা কবির হোসেন।

টাঙ্গাইল জেলা

আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সরকার কবির উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক।

বাসাইল উপজেলার আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা আফজাল হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শহিদুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এলেঙ্গা উপজেলার শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা উপজেলার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণের আয়োজন করে। উপজেলা সভাপতি শাহ আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোহাম্মদ আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা ডা: আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাওলানা জালালুদ্দিন আনসারী, মিনহাজ, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নোয়াখালী জেলা

চৌমুহনী শহর শাখার কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী শহরের উদ্যোগে শ্রমজীবীদের সন্তানদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। চৌমুহনী শহরের সভাপতি ওলিউল্যা ইয়াছিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল আলম।

সেনবাগ উপজেলা রিক্সা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক সমাবেশ ও মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলা রিক্সা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশ ও মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ছানা উল্যাহর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা ইয়াছিন করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহ মিজানুল হক মামুন, উপজেলা সভাপতি নুরুল হুদা মিলন, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

নোয়াখালী শহরের উদ্যোগে বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূতি উপলক্ষে নোয়াখালী শহরের উদ্যোগে বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি জিয়াউল ইসলাম ফয়সালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোমিন উল্যাহর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার সহ-সভাপতি মেজবাহ উদ্দীন ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহরের উপদেষ্টা খায়রুল আলম বুলবুল, জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহ মিজানুল হক মামুন, উপজেলা সভাপতি নুরুল হুদা মিলন, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সাংগঠনিক থানার উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি মাওলানা ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে অনাথ ও পথশিশুদের খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি ডাঃ আজগর আলীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা মমিনুল হক, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফতুল্লা থানার উপদেষ্টা মাওলানা সাইফুল্লাহ কামাল, ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মুন্সি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফাইসুল, মাওলানা আব্দুল হাই, কার্যনির্বাহী সদস্য এরশাদ খান প্রমুখ।

চাঁদপুর জেলা

হাজীগঞ্জ উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি এ. কে. এম রহুল আমিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রহুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের হাজীগঞ্জ পৌরসভার উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হাসনাত ও জেলা সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক মোহাম্মদ ইয়াহহিয়া।

মতলব পৌরসভার আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চাঁদপুর জেলার মতলব পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌরসভা সভাপতি মাওলানা নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম ফারুক মোহাম্মদ ইয়াহইয়া। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মতলব দক্ষিণ উপজেলা সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান, উত্তর উপজেলা সভাপতি ফজলে আলম প্রমুখ।

নরসিংদী জেলা

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ খানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মোছলেহুদ্দীন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ হাশেমী, জহিরুল হক, সদর উপজেলা সভাপতি মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

মাধবদী উপজেলার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প

মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি হাফিজ আল আসাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা শফিউল হক বিএসসি, নূরালাপুর ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবু হানিফ, সমাজসেবক ডাঃ আব্দুল মোতালিব প্রমুখ।

নরসিংদী শহরের আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ

মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নরসিংদী শহরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি জহিরুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কে. এম ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের শহরের উপদেষ্টা আনিসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম। এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কোষাধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান, শহর সহ-সভাপতি ওবায়েদুল কবির প্রমুখ।

লক্ষ্মীপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর শাখার সভাপতি মঞ্জুরুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মহসীন কবির মুরাদ, জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শহরের উপদেষ্টা আবুল ফারাহ নিশান, জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়া ও পরিবহন সেক্টরের সভাপতি জাকির হোসেন সবুজ প্রমুখ।

পাবনা জেলা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পাবনা জেলার উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিম, সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, বদিউজ্জামান।

গাজীপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর জেলার সদর পশ্চিম থানার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি মোঃ মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সদর পশ্চিম থানা সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম খলিলের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

বগুড়া শহর শাখার বর্ণাঢ্য র‍্যালি

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন ও বগুড়া শহর সভাপতি আজগর আলী। এই সময় শহর সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলামসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বগুড়া শহর শাখার উদ্যোগে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি আজগর আলীর সভাপতিত্বে ও সাবেক ছাত্রনেতা মোরসালিন নোমানীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের বগুড়া শহরের উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল আলম। এই সময় উপস্থিত ছিলেন আলিফ মাহমুদ, শফিকুল ইসলাম হৃদয় প্রমুখ।

ফরিদপুর জেলা

আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফরিদপুর জেলার কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিয়ন সভাপতি জাহিদ হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান।

নীলফামারী জেলা

ডিমলা উপজেলার আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি জাহেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েল।

সৈয়দপুর উপজেলার আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েল।

ডোমার উপজেলার ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময় ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম বাবলু, উপজেলার সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জলঢাকা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের কবর জিয়ারত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জলঢাকা উপজেলার উদ্যোগে স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর জিয়ারত ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। জলঢাকার মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা কমান্ডার সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম মিজানুর রহমানের কবর জিয়ারত ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও মরহুম মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মুজাহিদ মাসুমসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

রংপুর জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আবুল হাশেম বাদল।

পঞ্চগড় জেলা

আটোয়ারী উপজেলার খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার উদ্যোগে এতিম ও হাফেজ ছাত্রদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাওলানা হাসান আলী।

পঞ্চগড় পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় পৌরসভার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভা সভাপতি শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাওলানা হাসান আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল প্রধান।

ফেনী শহর

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। সামষ্টিক ভোজে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী জেলার সভাপতি মোঃ শাহ আলম ভূইয়া, ফেনী শহর সভাপতি মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ভূইয়া কিরণ, ফেনীর শহর শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জাকের হোসেনসহ স্থানীয় থানা, ওয়ার্ড ও ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

আলোচনা সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা সভা ও খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি ডাঃ আব্দুল্লাহ হিরার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের ঢাকা জেলা দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা কাজী আশ্রাফ হোসাইন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন দোহার উপজেলা সভাপতি নূর এ আলম প্রমুখ।

দোহার উপজেলার আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণের দোহার উপজেলার উদ্যোগে কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি নুর এ আলম ঝিলুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা জেলা দক্ষিণের সভাপতি আব্দুল্লাহ হীরা।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

দীঘিনালা উপজেলার আলোচনা সভা

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন বাবুলের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক অলিউর রহমান, ফেডারেশনের উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা হেলাল উদ্দিন।

কুমিল্লা জেলা উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা উত্তরের ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার উদ্যোগে স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দপ্তর সম্পাদক ও ব্রাহ্মণপাড়া উপেজলা সভাপতি কাউছার আরমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন ফেডারেশনের জেলা সভাপিত অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ব্রাহ্মণপাড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি মো: শরীফুল আলম, কুমিল্লা জেলা উত্তরের ছাত্র উপদেষ্টা মোঃ ইব্রাহিম খলিল, ফেডারেশনের সাবেক উপজেলা সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম ভূইয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা মোঃ হোসেন এবং মেহদী হাসানসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালিত

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভা

ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলনসহ গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিলো বলিষ্ঠ
-আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন , বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিলো। ২০ ফেব্রুয়ারি শনিবার ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যেগে রাজধানীর এক মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও দফতর সম্পাদক নুরুল আমীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী কার্যকরী পরিষদের সদস্য শ্রমিক নেতা আবু হানিফ, খিজির আহমেদ,আমিনুল ইসলাম। শ্রমিক নেতা সামিউল ইসলাম,আব্দুর রহিম মানিক প্রমুখ।

তিনি বলেন, ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে উঠা ভাষা আন্দোলনে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ শামিল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলন ঢাকা শহরসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৫২-র ভাষা আন্দোলন সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করে, আর এই আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন শ্রমিক-জনতা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভাষা আন্দোলনে যারা আহত এবং শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন শ্রমিক। ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার ছিলেন সাধারণ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ, আব্দুস সালাম ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসের রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন,আব্দুল আউয়াল ছিলেন একজন রিকশাচালক, রফিকউদ্দিন ছিলেন একজন ছাপাখানার কর্মচারী। এ থেকে বুঝা যায় ভাষা আন্দোলনের কোনো একক রাজনৈতিক নেতা ও নায়ক ছিল না। ছাত্র শ্রমিক জনতাই ছিলেন তার প্রকৃত নায়ক।

তিনি আরও বলেন- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মাওলানা ভাসানী কৃষক সমিতি, মৎস্যজীবী সমিতি, তাঁত সমিতি, অটো রিকশা সমিতি গঠন করে মেহনতি শ্রমজীবী মানুষকে সু-সংগঠিত করেছিলেন। কারণ

সাধারণ শ্রমিক যে দিকে ধাবিত হয় আন্দোলনের সফলতা সেদিকে ধাবিত হয়। ইতিহাসের সকল আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ত্যাগ অবিস্মরণীয় যার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে ৫২-র ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের মানচিত্রে একটি জাতির অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা মাতৃ ভাষা বাংলার জন্য জীবন দিল সেই শ্রমিকদের অবদান আজ পর্যন্ত যথাযথভাবে স্মরণ করা হয় না, এমনকি ভাষা সৈনিক ও শহীদের পরিবারের প্রতিও হচ্ছে দারুন অবহেলা এবং ভাষা সৈনিকদের আহবান ও দাবীকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। তিনি ভাষার বিকৃতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস চর্চায় সরকারসহ সকলের প্রতি আহবান জানান।

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবির আহমদ বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগ আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এটা আমাদের দেশের জন্য গর্বের বিষয়। এ থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি, দেশের জন্য, আদর্শের জন্য, ইনসাফের জন্য ত্যাগ-কুরবানি বৃথা যায় না। আজ হোক বা কাল অথবা অনাগত ভবিষ্যতে তো কথা বলবেই। একুশের চেতনা হলো নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চেতনা।

তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের গৌরবময়, এ দিনে আমরা আবার প্রত্যয়ী হতে চাই, জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবার জেগে উঠবে। সকল জুলুম-নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফপূর্ণ দেশ ও সমাজগঠনে সাহসী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানীর এক মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মাওলানা মো: মহিব্বুল্লার সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, জামিল মাহমুদ, মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় থানা, ওয়ার্ড ও ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

খুলনা মহানগরী

খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে স্থানীয় এক মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুল খালেক হাওলাদার, শ্রমিক নেতা মাহফুজুর রহমান, খলিলুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মাওলানা শাহআলম, কামরুল ইসলামসহ মহানগরী ও স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। পরে প্রধান অতিথির পরিচালনায় ভাষাশহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর নিকট তাদের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

সিলেট অঞ্চল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট অঞ্চল আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল পরিচালক সোহেল আহমদের সভাপতিত্বে এবং অঞ্চল টিম সদস্য হাফিজ ফারুক আহমদের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, সিলেট জেলা দক্ষিণ সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি আলাউদ্দিন শাহ, হবিগঞ্জ জেলা আব্দুর রউফ বাহার, সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি শাহ আলম ও সিলেট জেলা উত্তর সভাপতি নিজাম উদ্দিন খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম, হাফিজ আতিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট ইয়াসিন খান, লুৎফর রহমান দুলাল, রেহান উদ্দিন রায়হান, কফিলউদ্দিন আলমগীর প্রমুখ।

গাজীপুর মহানগরী

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম। মহানগরী সভাপতি মো: মহিউদ্দিনের সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক মো: মাহবুবুল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা মো: খায়রুল হাসান, উপদেষ্টা সদস্য মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন এবং ফেডারেশনের সাবেক মহানগর সভাপতি আজহারুল ইসলাম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মনসুর আহমদ, ফারদিন হাসান হাছিব, ডা: আজিজুর রহমানসহ স্থানীয় শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

ময়মনসিংহ মহানগরী

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে আল কোরআন (সহজ সরল বাংলা অনুবাদ) বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন। মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজনের সভাপতিত্বে এসময় স্থানীয় শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেবামূলক কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

যাত্রাবাড়ীতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ

মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে
- আ ন ম শামসুল ইসলাম

গত ৪ জানুয়ারী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর যাত্রাবাড়ী দক্ষিণ থানার উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান। যাত্রাবাড়ী দক্ষিণ থানার প্রধান উপদেষ্টা খন্দকার এমদাদুল হক,উপদেষ্টা মাওলানা সাদেক বিল্লাহ প্রমূখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে। তখন শীতবস্ত্রের জন্য আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না। বরং সকলের কাছে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছে যাবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তেমনি একটি শ্রমনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্য অনুযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যতেও এধরণের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। তিনি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করার জন্য সকল মহানগরী, জেলা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের প্রতি জানান।

কদমতলী থানার শীতবস্ত্র বিতরণ

সেবার মানসিকতা নিয়ে শ্রমিকদের মাঝে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে
- আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবে এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, আর্ত-মানবতার সেবা করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশ। দুস্থ ও নিপীড়িত মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা ও কল্যাণ করা ইসলামের কাজ। সেই আদর্শ নিয়েই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সেবার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীর কদমতলী এলাকায় অসহায় শ্রমজীবীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণপূর্ব শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নজরুল ইসলামের
পরিচালনায় ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, মহানগরী দক্ষিণের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও দফতর সম্পাদক মো: মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক নেতা সামিউল ইসলাম, কদমতলী উত্তরের সভাপতি হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, শ্রমজীবী মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে চিকিৎসাবঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অপর দিকে একশ্রেণির মানুষ সীমাহীন আরাম আয়েশে জীবন কাটাচ্ছে। গরিব-অসহায় শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাদের কোনো দরদ নেই। এই অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মাঝে সেবার মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাঠে ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের এই সীমিত আয়োজন শ্রমিকদের মৌলিক কোন সমস্যা সমাধান হবে না। তারপরও আমরা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী দক্ষিণ থানার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ জানুয়ারী ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মহানগরী দক্ষিণের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম,

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, আইন ও আদালত সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ।

সিলেট জেলা দক্ষিণ

বিশ্বনাথ উপজেলার উদ্যোগে টিউবওয়েল স্থাপন

গত ২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সিলেট দক্ষিণ জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা শাখার উদ্যোগে কয়েকটি পরিবারে বিশুদ্ধ পানির জন্য একটি টিউবওয়েল স্থাপন করে দেওয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, উপজেলা সভাপতি জাহেদুর রহমান প্রমূখ।

দক্ষিণ সুরমা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সিলেট জেলার দক্ষিণের সুরমা উপজেলার লালাবাজার এলাকায় দক্ষিণ সুরমা উপজেলা দোকান কর্মচারী ইউনিয়রেন (রেজিঃ নং-সিলেট-৩৯) উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। দক্ষিণ সুরমা উপজেলা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি কামারুজ্জামান খান ফয়ছালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আনহারের সঞ্চালনায় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের টিম সদস্য মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট অঞ্চল টিম সদস্য এবং সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, ফেডারেশনের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা এবং ৬নং লালাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল আফিয়ান চৌধুরী। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা জমির আলী, জুলহাস হোসেন বাদল, ইঞ্জিনিয়ার সুরমান আহমদ, আব্দুল মতিন, জয়নুল হক আলম, শ্রী শিপন দেব শিপু, সুমেল আহমদ, আলী হোসেন, সাদেক আলী, মনসুর আলম প্রমূখ।

শরীয়াতপুর জেলার উদ্যোগে অসহায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শরীয়াতপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে অসহায় শ্রমজীবিদের মাঝে শীতবস্ত্র করা হয় । ফেডারেশন সভাপতি মাওলানা ফরিদ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মহিউদ্দিন শাহীনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র তুলে দেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শরীয়াতপুর জেলার সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা নূরুল হক। এসময় স্থানিয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন রাজবাড়ি জেলা শাখার উদ্দোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের ফরিদপুর অঞ্চল টিম সদস্য ও ফরিদপুর জেলা সভাপতি মুহাঃ জাহাঙ্গীর আলম। এসময় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ী জেলা সভাপতি মুন্সী সোলাইমান, জেলা সাধারণ সম্পাদক মুঃ হেলাল উদ্দিন , রাজবাড়ী পৌর সভাপতি মুঃ রফিকুল ইসলাম ও রাজবাড়ী সদর উপজেলা সভাপতি আবুল কাশেম জনি প্রমূখ।

খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে গত ১লা জানুয়ারী শীতার্ত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে ও সধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন খুলনা মহানগরীর সাবেক সভাপতি খান গোলাম রসূল।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মতিঝিল থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মতিঝিল থানার উদ্যোগে গত ১৮ জানুয়ারী শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুর সভাপতিত্বে ও মতিঝিল থানার সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান।

এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান ।

শোক বাণী

ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা: শফিকুর রহমানের শ্বশুর ডা: আজিরুদ্দীনের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডা: শফিকুর রহমানের সম্মানিত শ্বশুর ডা: আজিরুদ্দীনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। ডা: আজিরুদ্দীন ৮৭ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এক যৌথ

বিবৃতিতে মরহুমের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম ডাঃ আজিরুদ্দীন ছিলেন একজন দায়ী ইলাল্লাহ এবং ইসলামী জীবন আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক অকুতোভয় সৈনিক। ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনের কর্মীদের অভিভাবকতুল্য একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক হিসেবে দেশে এবং বিদেশে দীর্ঘদিন মানুষের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত সম্প্রসারণে আন্তরিক ভূমিকা পালন করেছেন। নেতৃদ্বয় আরো বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মরহুমকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তাঁর গুনাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। তাঁর জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা ও ৫ পুত্রসহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গিয়েছেন।

প্রতিবাদ

ভারতে পবিত্র কোরআনের আয়াত পরিবর্তনের রিটের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

যারা কোরআনের আয়াত পরিবর্তনের দাবি তুলে তারা মানসিকভাবে অসুস্থ : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৫ মার্চ এক যৌথ বিবৃতিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভীর পবিত্র কোরআনুল কারীমের ২৬টি আয়াতের ওপর আপত্তি তুলে তা পরির্বতনের দাবিতে করা রিটের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বের কোটি কোটি মুসলামের ন্যায় অমুসলিমরাও বিশ্বাস করে পবিত্র কোরআনুল কারীম নাযিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে এবং থাকবে। আল্লাহ তা'লায়ার নিজেই পবিত্র কোরআনুল কারীমের সংরক্ষণকর্তা। সুতরাং পবিত্র কোরআনের ২৬টি আয়াত তো দূরের কথা একটি অক্ষর নিয়েও সংশয় থাকার সুযোগ নেই। যারা এইসব অযৌক্তিক মিথ্যা অপবাদে কোরআনুল কারীমকে কালিমালিপ্ত করতে চায় তারা মুসলমান নামধারী ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এজেন্ট। এরা মানসিকভাবে অসুস্থ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ওয়াসিম রিজভী ইসলামের ৩ জন মহান খলিফার বিরুদ্ধে কোরআনুল কারীম পরিবর্তনের যে নিকৃষ্ট অপবাদ দিয়েছেন তা ইতিহাসের নির্মম মিথ্যাচার ও তার কুরুচির পরিচায়ক। ওয়াসিম রিজভী ও তার সংগঠন বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। পবিত্র কোরআনুল কারীম সমগ্র বিশ্বের মানবতার মুক্তির সনদ। আজ পৃথিবীব্যাপী শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টের পিছনে রয়েছে ওয়াসিম রিজভীর মত নির্বোধ মানুষেরা। যারা কোরআনের কাছ থেকে মানুষদের দূরে রেখে পৃথিবীতে অরাজকতা ও ধ্বংসের লীলা খেলায় মেতে উঠতে চায়। তাদের এই ষড়যন্ত্রের পদে পদে বাধা আল কোরআন। তাই আজকের এই রিট মূলত সারা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উসকে দেওয়ার চেষ্টা বলে আমরা মনে করি। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ভারতের বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে, বারবার মুসলমান ও ইসলাম নিয়ে একের পর এক ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে ভারতের মাটি থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিতে চায়। আমরা ভারত সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে দিতে চাই, আজকের ভারতের সভ্যতার নির্মাণের কারিগর মুসলমানরা। ভারতের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে ইসলাম মিশে আছে। যা চাইলে ধুলার সাথে উড়িয়ে দেয়া যাবে না বরং যারা ইসলামকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তারাই আজ বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং এই সব নাটক বন্ধ করুন। অবিলম্বে রিট বাতিল করে ওয়াসিম রিজভীর এই দুঃসাহস দেখানোর শাস্তি দিন। অন্যথায় সারা বিশ্বের মুসলমানরা আপনাদের সৃষ্ট নাটক দেখে চুপ করে থাকবে না। আপনাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার জন্য মুসলমানরা সদা প্রস্তুত।

বাগেরহাটে শ্রমিক নেতা-কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১ জন নেতাকর্মীকে পুলিশের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের ঘটনায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৭ জানুয়ারি প্রদত্ত এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলা সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিমসহ ১১ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে অন্যায়ভাবে মসজিদে অনুষ্ঠিত কোরআন শিক্ষার ক্লাস থেকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের এই অন্যায় গ্রেফতার অভিযানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি নিবন্ধনকৃত শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও কল্যাণের জন্যই সংগঠনটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে কুরআন শিক্ষার ক্লাস ফেডারেশনের একটি নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। কিন্তু একটি নিবন্ধনকৃত ফেডারেশনের নিয়মিত কার্যক্রমে বাধা দিয়ে সরকার স্পষ্টভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। আমরা সরকারের এমন স্বৈরাচারী আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শ্রমিক নেতা ও কর্মীদেরকে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় শ্রমিকসমাজ সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

কারিগরি বিদ্যা গ্রহণ করুন

বেকারত্ব দূর করুন

ভর্তি চলছে

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

মাত্র ৩০ দিনে সুইং অপারেটরের কাজ শিখুন

● প্লেইন মেশিন ●২ নিডেল ●অভারলক ●ফিডলক ●কানসাই

চাকুরীজিবী ভাই-বোনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরীর ব্যবস্থা আছে

☆ বিঃ দ্রঃ থাকা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা রয়েছে।

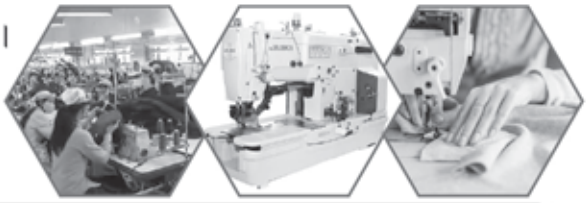

যোগাযোগ ঃ ০১৩০৯-৪৮০৮১৭, ০১৯৫৪-১৫৯৭৪৬

আওলাদ মার্কেট, (হাজী মার্কেটের পূর্ব পর্শ্বে), চান্দনা মধ্যপাড়া, ১৭নং ওয়ার্ড, গাজীপুর মহানগর।

লেখা আহবান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২

E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

স্বাধীনতার ৫০ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

খুলনা মহানগরী উদ্যোগে দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই-মেশিন বিতরণ করছেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে অস্বচ্ছল ও কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম

গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার

৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪